

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি



রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মালুম

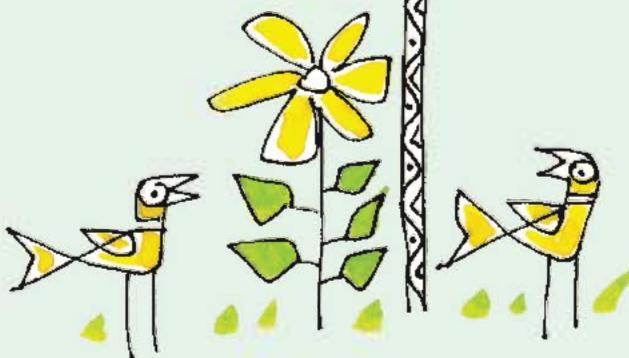
অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীয়ুদ্দীন

অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মালান মিয়া

মুহাম্মদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্ববৃত্ত সংগৃহিত]

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স

ফারহানা আকতার দোলন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুস্থ বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

শিশুর দৈতিক মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আউল আস্তা ও বিশ্বাস শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে গড়ে তোলা। এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঞ্জে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট ধ্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যক্তিকৰ্মী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জ্ঞানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা ধাকা সঙ্গেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ শুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমান ও আকাইদ	প্রথম অধ্যায়	১-১৩	
আল্লাহর পরিচয়	১	মানুষের সেবা	৩৩
আল্লাহ মুর্দ্দা	২	জীবে দয়া	৩৫
আল্লাহ পালনকারী	৪	সত্য কথা বলা	৩৬
আল্লাহ রিজিকদাতা	৫	অনুশীলনী	৩৮
আল্লাহ দয়ালু	৬		
নবি-রাসূল	৭	চতুর্থ অধ্যায়	৪১-৬২
আসমানি কিতাব	৭	কুরআন মজিদ শিক্ষা	
আখিরাত	৮	আরবি বর্ণমালা	৪২
কালেমা তায়িবা	১০	নুকতা	৪৫
অনুশীলনী	১১	আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ	৪৬
		হরকত	৪৯
দ্বিতীয় অধ্যায়		তানবীন	৫২
ইবাদত	১৪ - ২৭	জবাম	৫৩
পাক-পবিত্রতা	১৪	তাশদীদ	৫৪
ওয়	১৫	শব্দ গঠন	৫৫
কালেমা শাহাদত	১৭	মাদ্দের হরক	৫৭
ওয়ুর ফরজ	১৭	সূরা আল ফাতিহা	৫৮
হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা	১৮	সূরা আল ফালাক	৫৯
চোখের পরিচ্ছন্নতা	১৮	সূরা আল-নাস	৬০
সালাত	১৯	অনুশীলনী	৬১
সালাতের ওয়াক্ত	২০		
সালাতের নিয়ম	২১	পঞ্চম অধ্যায়	
সালাম	২৪	নবি-রাসূল (স)	৬৩ - ৭৬
সালাতের নেতৃত্ব উপকার	২৫	মহানবি (স)	৬৩
অনুশীলনী	২৬	নবুয়ত লাল ও ইসলাম প্রচার	৬৬
		মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদী	৬৮
তৃতীয় অধ্যায়		অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)	৭০
আখলাক	২৮-৪০	কয়েকজন নবির নাম	৭১
আবো-আম্বার কথা শোনা	২৮	অনুশীলনী	৭২
সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার	২৯	নাতে রাসূল	৭৬
সালাম বিনিময়	৩০		
মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার	৩২		

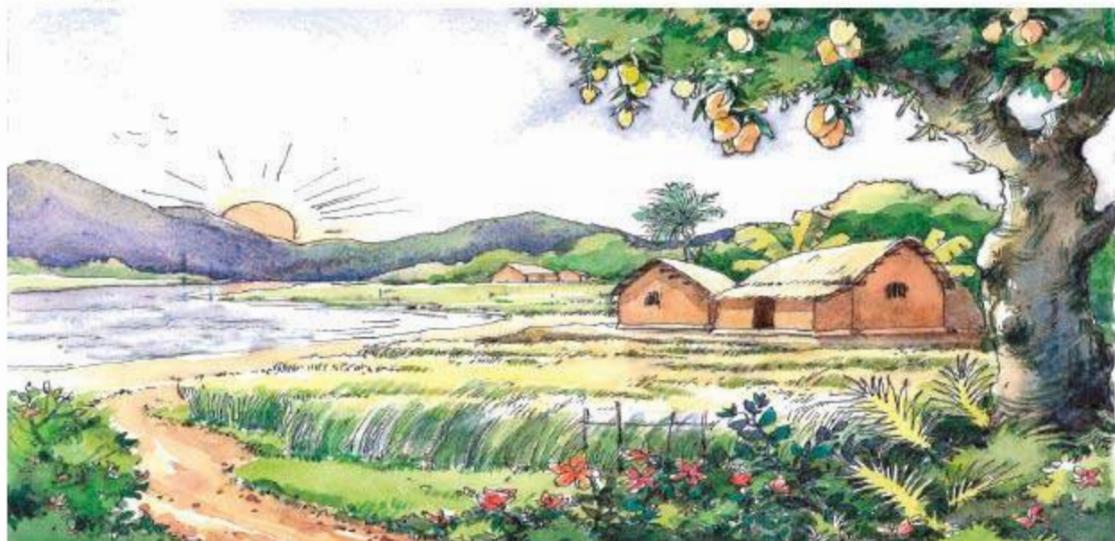
প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাশে

আল্লাহ (الله)

আল্লাহর পরিচয়

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কত সুন্দর এ পৃথিবী! এতে আছে নানারকম গাছগাছালি। আমগাছ, জামগাছ, কাঁঠালগাছ, নারকেলগাছ ইত্যাদি। গাছে ধরে নানারকম ফজাদার ফল। আছে নানারকম ঝুলের পাহ। কত সুন্দর ঝুল! কী সুন্দর গন্ধ! এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।



আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক দৃশ্য

পৃথিবীতে আরও আছে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, ধ্বনিবিল। আছে ফসলের মাঠ। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

আমাদের মাথার উপরে আছে নীল আকাশ। আকাশে আছে চাঁদ, তারা ও সূর্য। রাতের আকাশ কতো সুন্দর! কে সৃষ্টি করেছেন এসব? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা।

আমরা মানুষ। আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। পশু-পাখি

জীবঙ্গমুণ্ড সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনি ফল, ফসল ইত্যাদি সৃষ্টি করে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ সবার স্বৃষ্টা, রিজিকদাতা ও পালনকারী। তিনি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সাথে কারো তুলনা হয় না। তিনি সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনিই আমাদের মাবুদ।

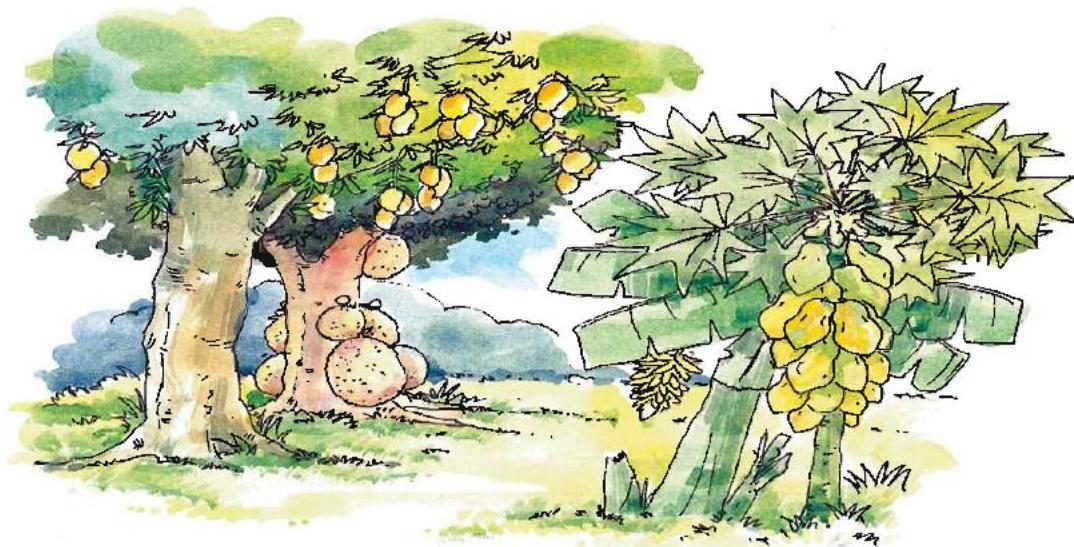
হ্যরত মুহাম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জনিয়েছেন। মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। এসব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে বলে ইমান। এটিই আমাদের আকিদাহ। আকিদাহর বহুবচন হলো আকাইদ।

আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করব। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন এমন কাজ করব। ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে দশটি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ স্বৃষ্টা (ﷺ - আল্লাহু খালিকুন)

‘আল্লাহু খালিকুন’ অর্থ আল্লাহ স্বৃষ্টা। তিনি সবকিছুর স্বৃষ্টা। মহান আল্লাহ আমাদের কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। হাত না ধাকলে আমরা কোনোকিছু ধরতে পারতাম না। পা না ধাকলে হাঁটতে পারতাম না। চোখ না ধাকলে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পারতাম না। যারা শারীরিক প্রতিকৰ্ষী তাদের

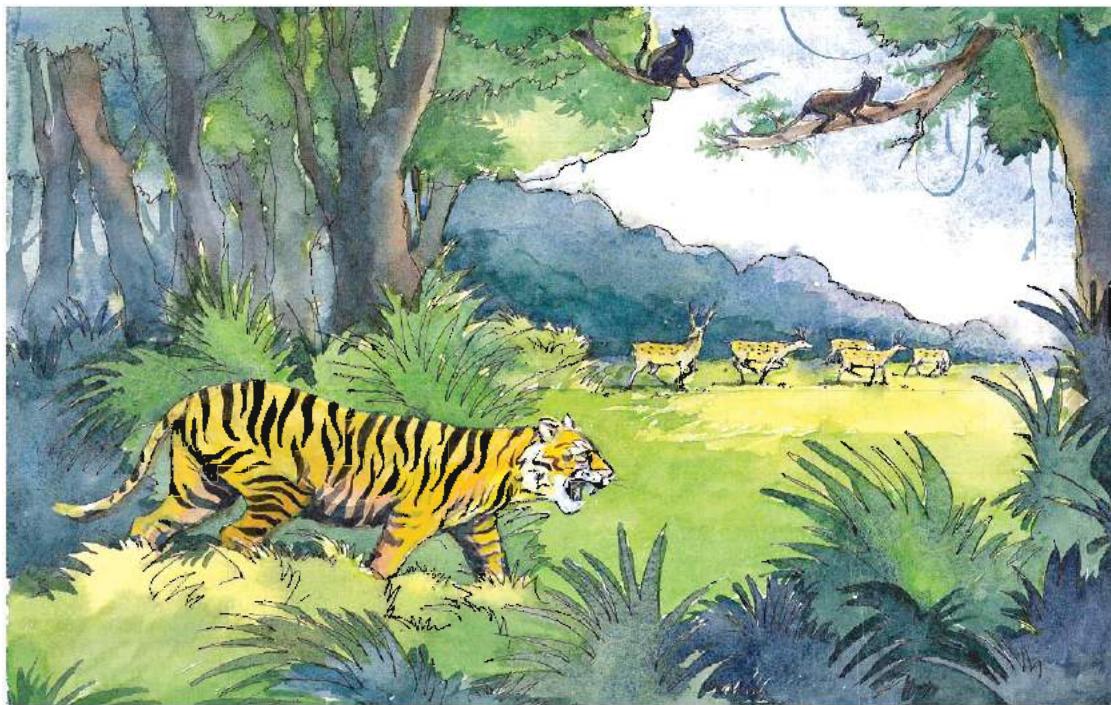


আল্লাহ তায়ালাৰ সৃষ্টি প্ৰকৃতিৰ ছবি

দুঃখ আমরা বুঝি না। আমরা তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এতে আছে নানারকম গাছ। গাছে ধরে সুমিক্ষ ফল। আম, জাম, কাঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি। এসব ফল আমাদের সবার প্রিয়। তিনি আমাদের দিয়েছেন ফসলের মাঠ। মাঠ ভরা ধান, গম। আরও কত ফসল ও শাকসবজি। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

আল্লাহ তায়ালা পশুপাখি ও বন-বনানী সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে আছে সুন্দরবন। কতো সুন্দর এ বন। এ বনে আছে বাঘ, হরিণ, বানর। আরও নানারকম পশুপাখি। এসব দেখতেও খুব সুন্দর। এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

মহান আল্লাহ পাহাড়–পর্বত, নদীনালা, খালবিল সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টি করে তিনি পৃথিবীকে সুন্দর করেছেন। সুজলা ও সুফলা করেছেন।



সুন্দরবনের দৃশ্য

আমাদের মাথার উপরে আছে নীল আকাশ। আকাশে সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে। রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়ায়। মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি পেয়ে গাছপালা ও ফসল সবুজ হয়ে ওঠে। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ দ্রষ্টা। আল্লাহকে দ্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করব। তাঁর শোকর আদায় করব। আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসব। যত্ন করব।

পরিকল্পিত কাজ : আল্লাহ তায়ালার দশটি সৃষ্টির নাম ধাতায় সুন্দর করে লিখবে।

আল্লাহ পালনকারী (بِرْ لَهْلَى – আল্লাহু রাকুন)

‘আল্লাহু রাকুন’ অর্থ আল্লাহ পালনকারী। আল্লাহ আমাদের লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের রব। ‘রব’ অর্থ পালনকারী।

আল্লাহ তায়ালা আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের নানারকম ফলমূল, ফসল ও শাকসবজি দিয়েছেন। এসব থেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

শিশুর জন্মের আগেই মহান আল্লাহ মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মায়ের দুধের সাথে কোনো খাদ্যের তুলনা হয় না। মায়ের দুধে পানি, তিনি এসব কোনো কিছুই লাগে না। তৈরি করার বামেলাও নেই।

আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি। আরও কতো পশুপাখি। আমরা এদের গোশত খাই। গরু, ছাগল আমাদের দুধ দেয়। হাঁস, মুরগির ডিম আমাদের প্রিয় খাবার। আল্লাহ নদীনালা, খালবিল সৃষ্টি করেছেন। এসবে আছে অনেক মাছ। আমরা মাছ খাই।

আল্লাহ আমাদের রব।

মহান আল্লাহ শুধু আমাদেরই রব নন। তিনি রক্তুল আলামীন। সকল সৃষ্টির পালনকারী।

আমরা, আল্লাহকে পালনকারী মানব। বিশ্বাস করব। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁর এবাদত করব। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করব।

আর কবির সাথে কষ্ট মিলিয়ে গাইব-

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি।

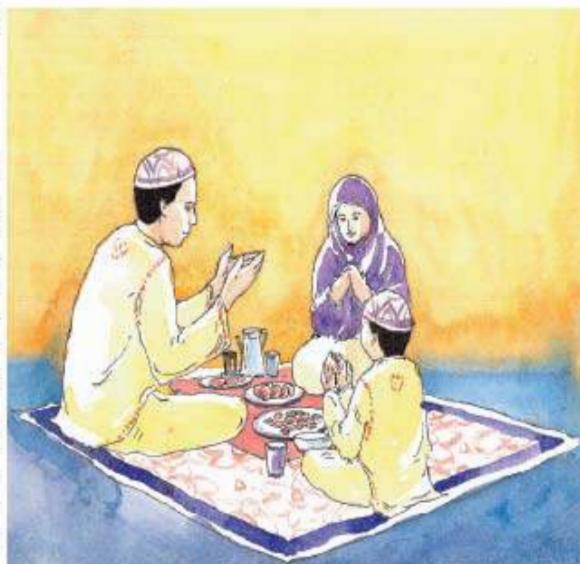
খোদা তোমার মেহেরবানী।

আল্লাহ রিজিকদাতা (رَبُّ الرِّزْقِ - আল্লাহু রাজ্জাকুন)

‘আল্লাহু রাজ্জাকুন’ অর্থ আল্লাহ রিজিকদাতা। রিজিক মানে খাদ্য।

আমাদের বেঁচে থাকতে যা যা শাপে সবই রিজিক। আমরা ভাত খাই। মাছ, ডিম, দুধ খাই। ইস, মূরগি, পরু, ছাগলের গোশত খাই। শাকসবজি খাই। ফল-ফলাদি খাই। আরও কত রুকম খাবার খাই। এসবই আল্লাহর দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ তায়ালা কেবল আমাদেরই রিজিকদাতা নন। তিনি পশুপার্থি, জীবজন্মকে রিজিক দান করেন। পরু, ছাগল ঘাস পাতা খায়। পার্থি পোকামাকড় খায়। পার্থিরা সকাল বেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। সন্ধিয়া বেলা ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে। এদের রিজিক দেন কে? এদেরও রিজিক দেন আল্লাহ। গাছপালা, শাকসবজি ইত্যাদিও খাদ্য প্রস্তুত করে। এরা খাদ্য প্রস্তুত করে আলো-বাতাস ও মাটি থেকে। আলো-বাতাস, মাটি আল্লাহর দান। আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেয়ে সবাই বাঁচে।



খাবার থেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে

আল্লাহ রাজ্জাক—رَبُّ الرِّزْقِ। আল্লাহর এক নাম রাজ্জাক। রাজ্জাক অর্থ রিজিকদাতা।

আল্লাহ সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা।

আমরা—

আল্লাহকে রাজ্জাক মানব।

রিজিক থেয়ে শোকর করব। ভালো কাজ করব।

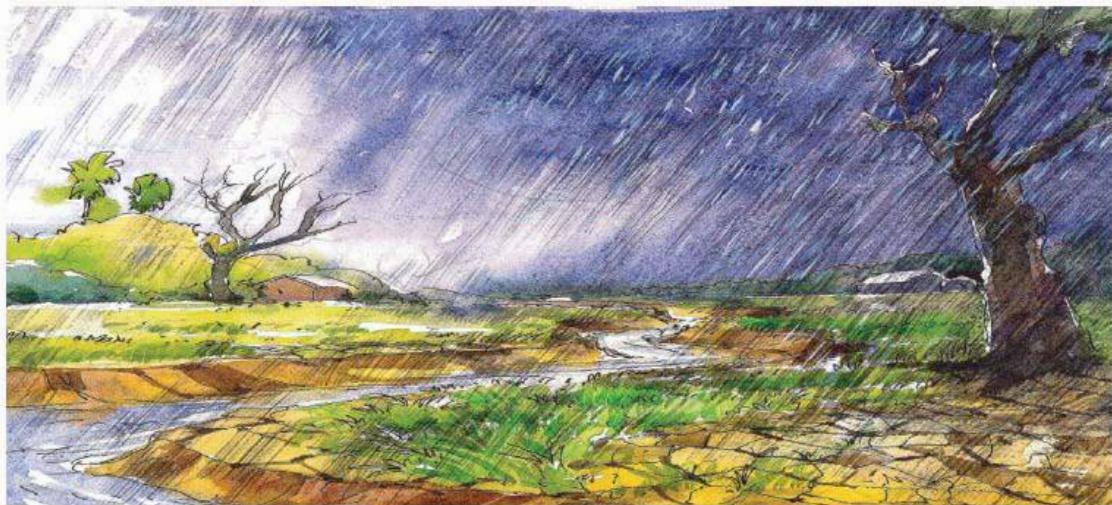
আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে পরিবদের দান করব।

আল্লাহ দয়ালু (الله رحيم - ‘আল্লাহু রাহমান’)

‘আল্লাহু রাহমান’ অর্থ আল্লাহ দয়ালু। আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি আমাদের প্রতি দয়ালু এবং সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ালু। তাঁর দয়ার সাথে কোনো ভুলনা হয় না।

আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের জন্য ফল-ফসল দিয়েছেন। নানারকম খাবার দিয়েছেন। আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের বাচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর এসব দান সবার জন্য। কেউ তাঁর এ দান থেকে বাস্তিত হয় না।

পানির অভাবে খালবিল শুকিয়ে যায়। গাছপালা মরে যায়। ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ হয়। বৃক্ষ বারে। খালবিল পানিতে ভরে যায়। সবুজ ফসলে মাঠ ভরে উঠে। এসবই হয় আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়ায়।



আল্লাহর দয়াৱৰ বৃক্ষ পড়ছে, প্ৰকৃতি সজীব হয়ে উঠছে

আলো, বাতাস, পানি, মেঘ ও বৃক্ষ এসবের কিছুই আমরা বানাতে পারি না। এসবই আল্লাহর দয়ায় আমরা পেয়ে থাকি।

আল্লাহর এক নাম রহমান। রহমান অর্থ পরম দয়ালু। আল্লাহ সবাইকে দয়া করেন। আমরা ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আমরা—

আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হব না। মানুষকে দয়া করব। তাঁর সকল সৃষ্টিকে দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : *الله رحيم* কথাটি শিক্ষার্থীরা আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও রঁ
করবে।

নবি-রাসূল (ﷺ - نَبِيٌّ وَرَسُولٌ - নবি-রাসূল)

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। হুকুম পালনের জন্য। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহকে ডুলে যায়। বিগতে চলে যায়। পথ তোলা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য, আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসূল এসেছেন। সর্বপ্রথম নবি হলেন ইয়ারত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন ইয়ারত মুহাম্মদ (স)। আমাদের নবির নাম নিলে বলতে হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবি-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। সরল পথে ডাকতেন। আল্লাহকে খুশি করার পথ দেখাতেন। নবি-রাসূলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। কীভাবে আল্লাহর পথে চলতে হয়। কীভাবে আল্লাহকে খুশি করতে হয়, তাঁরা তা মানুষকে শেখাতেন।

নবি-রাসূলগণের ব্যবহার ছিল সুন্দর। তাঁদের চরিত্র ছিল সুন্দর। তাঁরা সবসময় সত্য কথা বলতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন মানবদরদী। আল্লাহর পথে যেকোনো ত্যাগ ঝীকার করতেন। তাঁরা কখনো গোত্র করতেন না। পাপের কাজ করতেন না। কাউকে কষ্ট দিতেন না।

আমরা—

নবি-রাসূলে বিশ্বাস করব, তাঁদের ভালোবাসব।

ইয়ারত মুহাম্মদ (স) এর দেখানো পথে চলব, তাঁর শিক্ষা মেনে চলব।

আসমানি কিতাব (الْكِتَاب)

কুরআন মজিদ আল্লাহর বাণী।
কুরআন মজিদ আসমানি কিতাব।
মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন। কিতাব অর্থ বই বা পুস্তক। আল্লাহর বাণীর সমষ্টিকে আসমানি কিতাব বলে।



আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। ১০০ খানা ছেট। ছেট কিতাবকে সহিফা বলে।

বড় চারখানা কিতাব

১. ভারত ২. যাবুর ৩. ইনজীল ৪. কুরআন মজিদ।

* ভারত নাজিল হয় হ্যরত মুসা (আ)–এর উপর।

* যাবুর নাজিল হয় হ্যরত দাউদ (আ)–এর উপর।

* ইনজীল নাজিল হয় হ্যরত ইসা (আ)–এর উপর।

* কুরআন মজিদ নাজিল হয় হ্যরত মুহাম্মদ (স)–এর উপর।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আমরা কীভাবে চলব। কী কাজ করব। কী করলে আস্থাহ ধূশি হল। সবকিছুই লেখা আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আরবি ভাষায় লেখা। আমরা আরবি ভাষা শিখব। কুরআন মজিদ পড়তে শিখব।

আমরা—

আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করব। কুরআন মজিদ শুন্দভাবে পড়ব।

বড় হয়ে এর অর্থ জানব। এর শিক্ষা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : চারখানা আসমানি কিতাবের কোন খানা কোন রাসূলের উপর নাজিল হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা গ্রহণ করবে।

আধিরাত (اللَّيْلَةُ الْمُرْسَلَةُ)

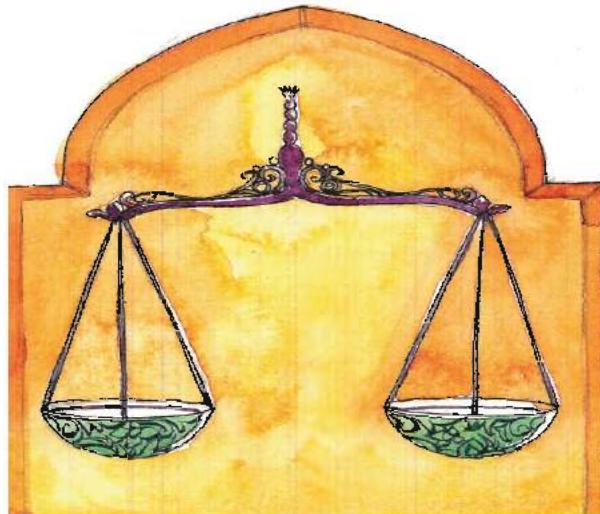
আমরা দুনিয়াতে বাস করি। এই দুনিয়ার জীবনকে বলে ইহকাল।

মানুষ চিরদিন বাঁচে না, মরে যায়। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আধিরাত। আধিরাত অর্থ পরকাল। আধিরাতের শুরু আছে, শেষ নেই।

আধিরাত জীবনের কয়েকটি স্তুর আছে— কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, জালাত ও জাহানাম। মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত ক্ষয়ের জীবন। কিয়ামতের পরে বিচারের টু

জন্য হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। বিচারের পর পুরস্কার হিসেবে জাহানাতে এবং শাস্তির জন্য জাহানামে পাঠানো হবে।

দুনিয়া হলো কাজ করার জন্য। আর আধিরাত হলো ফল ভোগের জন্য। আধিরাতে ভালো-মন্দ কাজের বিচার হবে। দুনিয়াতে যে যেমন কাজ করবে আধিরাতে সে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে পাবে পুরস্কার। মন্দ কাজ করলে পাবে শাস্তি। নিষ্ঠিতে ভালো-মন্দ কাজের ওজন করা হবে।



নিষ্ঠি

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম মানে, ভালো কাজ করে, আধিরাতে তারা পুরস্কার পাবে। পরম সুখের স্থান জাহানাত লাভ করবে। জাহানাতে এমন সব পুরস্কার আছে যা কেউ কোনো দিন চোখে দেখে নি, কানে শোনে নি, কল্পনাও করে নি।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মতো চলে না। ভালো কাজ করে না। তারা আধিরাতে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদের স্থান হবে জাহানামে। জাহানামে আছে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

যে ব্যক্তি আধিরাতে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে বিশ্বাস করে আমাদের সব কাজই আল্লাহ দেখেন। আধিরাতে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

যে ব্যক্তি আধিরাতে বিশ্বাস করে না, সে মন্দ কাজ করতে ভয় পায় না। তার চরিত্র সুন্দর হয় না।

আমরা—

আধিরাতে বিশ্বাস করব, আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।

ভালো কাজ করব, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষাধীন আধিরাতের স্তরসমূহ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

কালেমা তায়িবা (﴿كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ﴾)

কালেমা অর্থ বাণী বা বাক্য। তায়িবা অর্থ পবিত্র। কালেমা তায়িবা অর্থ পবিত্র বাণী। পবিত্র বাক্য।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - শা ইলাহা ইল্লাহ্যাতু মুহাম্মাদুর রাসূল্যাহ।

এটি কালেমা তায়িবা নামে পরিচিত।

প্রথম অংশ - ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই।

আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই আমাদের মারুদ।

দ্বিতীয় অংশ - ﴿مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾

অর্থ: মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

রাসূল অর্থ প্রেরিত পুরুষ। হ্যরত মুহাম্মদ (স) আমাদের রাসূল। আমরা তাঁর উচ্চত-অনুসারী।

আমরা কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব রাসূল (স) আমাদের তা শিখিয়েছেন।

কালেমা তায়িবা ইমানের মূল কথা। প্রথম অংশ দ্বারা তাওহিদের, আল্লাহর একত্ববাদের, আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়। রাসূল (স)-এর প্রতি ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমরা বিশ্বাস করি-

আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নেই।

হ্যরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবিতে কালেমা তায়িবা সুন্দর করে লিখে রং করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উভয়ের টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) খালিক শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|-----------|-------------|
| ১. দয়ালু | ২. স্বষ্টা |
| ৩. পবিত্র | ৪. পালনকারী |

খ) সবচেয়ে দয়ালু কে?

- | | |
|-----------|------------|
| ১. মাতা | ২. পিতা |
| ৩. আল্লাহ | ৪. ফেরেশতা |

গ) প্রথম নবির নাম কী?

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ১. হ্যরত নূহ (আ) | ২. হ্যরত ইবরাহীম (আ) |
| ৩. হ্যরত ইসমাইল (আ) | ৪. হ্যরত আদম (আ) |

ঘ) বড় আসমানি কিতাব কয়খানা?

- | | |
|-------------|--------------|
| ১. দুই খানা | ২. তিন খানা |
| ৩. চার খানা | ৪. পাঁচ খানা |

ঙ) তাওরাত কিতাব কোন নবির ওপর নাজিল হয়েছিল?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ১. হ্যরত আদম (আ) | ২. হ্যরত মূসা (আ) |
| ৩. হ্যরত ঈসা (আ) | ৪. হ্যরত দাউদ (আ) |

চ) আকিদাহর বহুবচন কোনটি?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. ইবাদত | ২. ইমান |
| ৩. আকাইদ | ৪. আধিরাত |

ছ) কালেমা তায়িবা অর্থ কী?

- | | |
|----------|----------------|
| ১. বাণী | ২. আমল |
| ৩. ইবাদত | ৪. পবিত্র বাণী |

জ) কাসেমা তায়িবার কয়টি অংশ আছে?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. দুইটি | ২. তিনটি |
| ৩. চারটি | ৪. পাঁচটি |

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

- ক. মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ |
- খ. অর্থ পালনকারী |
- গ. আধিরাত অর্থ হলো |
- ঘ. কুরআন মজিদ আসমানি |
- ঙ. কোনো শরিক নাই।

৩। **রেখা টেনে মিল কর :**

- | | |
|--------------------|---------------|
| ক. রিজিক অর্থ | পরম দয়ালু |
| খ. রহমান অর্থ | খাদ্য |
| গ. আমরা আধিরাতে | স্ফটা |
| ঘ. রাসূল অর্থ | বিশ্বাস করব |
| ঙ. আল্লাহ সব কিছুর | প্রেরিত পুরুষ |

৪। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

- ক. আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণের নাম লেখ।
- খ. মহান আল্লাহর পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখ।
- গ. ইমান কাকে বলে?
- ঘ. ‘আল্লাহু খালিকুন’ অর্থ কী?
- ঙ. হাত, পা না থাকলে আমাদের কী অসুবিধা হতো?
- চ. ‘রাজ্ঞাক’ শব্দের অর্থ কী?
- ছ. ‘রব’ শব্দের অর্থ কী?

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. আল্লাহ তায়ালা আমাদের কীভাবে লালনপালন করেন?
- খ. আল্লাহ তায়ালা শিশুর জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন?
- গ. ‘রাবুল আলামীন’ অর্থ কী?
- ঘ. গাছপালা, শাকসবজি কী থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে?
- ঙ. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?
- চ. আমাদের নবির নাম নিলে কী বলতে হয়?
- ছ. আসমানি কিভাব কাকে বলে?
- জ. সহিফা কাকে বলে?
- ঝ. আধিরাত কাকে বলে?

বিজীয় অধ্যায়

ইবাদত (ِعَبَادَةٍ)

ইবাদত অর্থ আমল করা, কাজ করা, গোলাপি করা। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)–এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। যেমন–

আমরা মানুষের সাথে কথা বলি। কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলি না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথামতো কাজ করলে সবকিছুই ইবাদত। এমনকি লেখাপড়া, খাওয়াপড়া, চলাকেরা, শুধানো সবই ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সুন্তু করেছেন। আমরা তাঁর পোশাম। তাঁর আদেশ মানলে ও তাঁর রাসূলের পথে চললে তিনি খুশি হন। ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

প্রথম ইবাদত হলো–৪টি। ১. সালাত ২. যাকাত ৩. সাওম ৪. হজ
সালাত ও সাওম ধর্মী, পরিব সকলের জন্য ফরজ। ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়। যাকাত ও হজ কেবলমাত্র ধর্মীদের জন্য ফরজ। মহানবি (স) বলেছেন, ইসলামের তিণি পীচাটি।

১. ইমান ২. সালাত ৩. যাকাত ৪. সাওম ৫. হজ

এ ছাড়াও ইবাদত আছে। যেমন– সালাম দেওয়া, আব্দা–আস্মার কথামতো চলা, জীবে দয়া করা, বোলীর সেবা করা, ইয়াতীয়–মিসকিনকে সাহায্য করা, সত্য কথা কলা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ মানা, তাঁর রাসূলের শেখানো পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

পাক–পরিতা (ِطَهْرَةٍ)

কুম্ভান ঘষিদে আছে, “নিচরই আল্লাহ তায়াকারীকে আর পাক–পরিত লোকদের নেওয়া বাসেন।”

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের আরও ত্রিশ জায়গায় পাক-পবিত্র থাকার কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

পেশাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি নাপাক জিনিস হতে পাকসাফ থাকাকেই পাক-পবিত্রতা বলে।

আমাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় পাক-পবিত্র রাখা দরকার। শরীর ও কাপড়-চোপড় পাকসাফ না থাকলে মন ভালো থাকে না। নানারকম অসুখ-বিসুখ হয়।

যারা পাকসাফ থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। সবাই তাদের ভালোবাসে। অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পায়।

পেশাব-পায়খানা লাগলে কাপড় নাপাক হয়। শরীর নাপাক হয়। শরীর, কাপড় নাপাক হলে পানি দিয়ে ধূয়ে পাকসাফ করতে হয়। আমরা-পাকসাফ থাকব।

ওযু (وَعْدُ)

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। সালাত আদায়ের আগে পাক-পবিত্র হতে হয়। পাক-পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু।

প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার আমাদের ওযু করতে হয়। এতে ধূলোবালি ও রোগজীবাণু থেকে বঁচা যায়। তাছাড়া ওযুর দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। ছগীরা গুনাহ মানে ছোট ছোট গুনাহ।

সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে সালাত আদায়ের আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

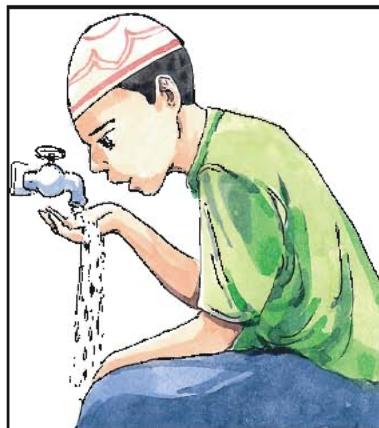
মহানবি (স) বলেছেন, “পাক-পবিত্র থাকা ইমানের অর্ধেক অংশ।”

সব কাজেরই নিয়ম আছে তেমনি ওযু করারও নিয়ম আছে। আমাদেরকে নিয়ম মেনে ওযু করতে হবে। ওযুতে পরপর কতকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন-

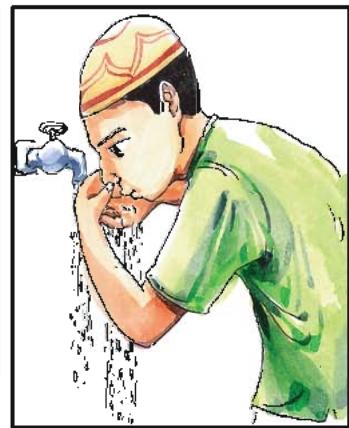
১. নিয়ত করা। অর্থাৎ মনে মনে বলা “আমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত করার জন্য ওযু করছি।”
২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা।
৩. কবজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া।
- ৪। তিনবার কুণ্ঠি করা।
৫. দাঁত মাজা অথবা আঙুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা।
৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা।



হাত ধোয়ার দৃশ্য

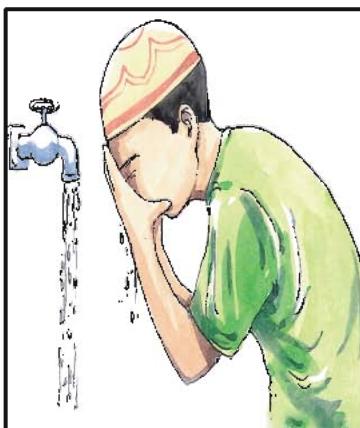


কুলি করছে

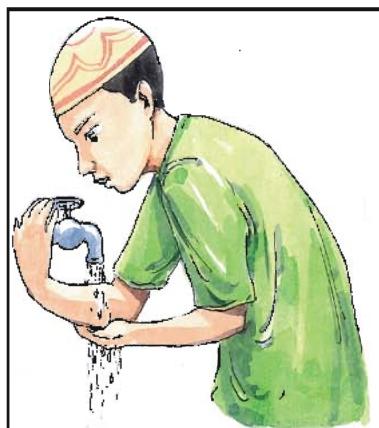


নাক সাফ করছে

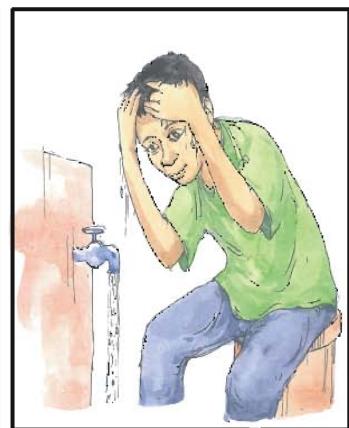
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া। ৮. কনুইসহ প্রথমে ডান পরে বাম হাত তিনবার ধোয়া।
৯. মাথা, কান ও ঘাড় একবার মাসহ করা। অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত মাথা একবার মাসহ করা। তারপর শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভেতর মাসহ করা। এরপর বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরের দিক মাসহ করা। সব শেষে হাতের আঙুলের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসহ করা।



মুখ ধোত করছে



কনুইসহ হাত ধোত করছে



মাথা মাসহ করছে

১০. গিরাসহ প্রথমে ডান ও পরে বাম পা
তিনবার ধোয়া।

১১. ওয়ু শেষ করার পর কালেমা শাহাদত
পড়া।



পা ধোয়ার দৃশ্য

কালেমা শাহাদত

আশহাদু আললা ইলাহা ইস্লামাতু	أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَٰهٌ مَا وَحْدَةٌ
ওয়াহদাতু লা-শারিকা লাহু	وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ
ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান	وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً
আবদুহু ওয়া রাসুলুহু	عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বাস্তা ও রাসুল।

পরিকল্পিত কাজ : ওয়ুর কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ওয়ুর ফরজ

ওযুতে চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। এগুলোর কোনো একটি বাদ গেলে ওয়ু হয় না। এগুলোকে ওয়ুর ফরজ বলে। ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়।

ওয়ুর ফরজ চারটি। যথা—

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া।
২. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া।
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসহ করা।
৪. গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া।

তবে তিনবার ধোয়া সুন্নত।

ওয়ুর ফরজগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ওয়ুর জন্য যে যে অঙ্গ ধোয়া ফরজ সেগুলোর কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে। শুকনো থাকলে ওয়ু হবে না।

ওয়ু না হলে সালাত আদায় হবে না। বাড়িতে আবু আম্বা ওয়ু করেন। শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওয়ু করেন। আমরা তাঁদেরকে দেখে ভালোভাবে ওয়ু করা শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : ওয়ুর ফরজ কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা

শরিফ ভাঙ্গা ছেলে। সে সবসময় পাকসাফ থাকে। নিয়মিত গোসল করে। কাপড়-চোপড় পাকসাফ রাখে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়।

শরিফ হাত ও পায়ের নখ বড় হতে দেয় না। বড় হলে কেটে ফেলে। পায়খানা করে পানি ব্যবহার করে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়। হাত ও পায়ে ময়লা জমতে দেয় না। হাত ও পায়ে ময়লা লাগলে সাথে সাথে তা সাফ করে ফেলে। সবাই তাকে ভালোবাসে।

কাবিল খুব নোংরা। সে জামা-কাপড় পরিষ্কার করে না। সময়মতো শুয়ু-গোসল করে না। হাত-পায়ের নখ বড় হলে কাটে না। বড় বড় নখের ভেতর ময়লা জমে থাকে। ময়লা হাত দিয়ে খাবার খায়। খাবারের সাথে এই ময়লা তার পেটে যায়। পেটের অসুখ হয়। সারা বছর সে পেটের অসুখে ভোগে। ময়লা শরীর থেকে দুর্গম্ব বের হয়। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মনে রেখো, মানুষের হাত ও শরীর রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল।

মহানবি (স) সবসময় পাকসাফ থাকতেন। হাত-পা পাকসাফ রাখতেন। সঞ্চাহে অন্তত একবার নখ কাটতেন। যারা পাকসাফ থাকে মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

আমরা—

পাকসাফ থাকব, নিয়মিত নখ কাটব, হাত-পা সাফ রাখব, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করব, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসবেন।

পরিকল্পিত কাজ : হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতার নিয়ম খাতায় লিখিবে।

চোখের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চোখ দুটি মহান আল্লাহর বড় দান। এই চোখ দিয়ে আমরা আমাদের আবো-আম্বা, ভাইবোন সবাইকে দেখি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, খেলার সাথীদের দেখি।

আমরা চোখ দিয়েই ফুলের বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল দেখি। আম, জাম, লিচু, কলা নানারকম ফলের গাছ দেখি। আরও দেখি ফসলের সবুজ মাঠ। পাহাড়-পর্বত আরও কত কিছু দেখি। আমরা এই চোখ দিয়ে দেখেই কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করি। বই পড়ি। খাবার খাই। রাস্তায় চলি। যাদের চোখ নেই তারা কিছুই দেখতে পায় না। আবো-আম্বাকেও দেখতে পায় না। ভাইবোনকেও দেখতে পায় না। তাদের কত কষ্ট।

আমরা চোখের ঘন্টা নেব। চোখে কখনো হাত লাগাব না। কেননা, হাতে ময়লা ও রোগজীবাণু থাকতে পাও। এতে চোখের ক্ষতি হতে পাও। মহানবি (স) চোখের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতেন। শুধু থেকে উঠে পানি দিয়ে চোখ ধূতে হবে। চোখের শিচুটি ভালোভাবে সাফ করতে হবে। সবুজ শাকসবজি বেশি বেশি থেকে হবে। সারাদিন কত খুলোবাণি চোখে এসে পড়ে। নিয়মিত ওয়ু করে সালাত আদায় করলে চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখের অসুব হয় না।

আমরা—

নিয়মিত ওয়ু করব, সবুজ শাকসবজি খাব, চোখ-যুখ পরিষ্কার রাখব।

পরিবর্তিত কাজ : চোখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম ও উপকারিতার তালিকা তৈরি করবে।

সালাত (صلوة)

অস্ত্রাহ ভাস্তাসার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইবাদত হলো সালাত। দিনে-রাতে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো—

১. ফজর	الفَجْرُ
২. যোহর	الظُّهُرُ
৩. আসর	العَصْرُ
৪. মাসরিব	الْمَغْرِبُ
৫. এশা	العشاءُ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সকলের ওপর ফরজ। তবে পাঁচদের ওপর ফরজ নয়। ছেলেমেয়ে সাত বছর বয়স হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো পিতামাতার ওপর ওয়াজিব। দশ বছর বয়সে যদি ছেলেমেয়ে সালাত আদায় না করে তবে তাদেরকে শান্তি দিয়ে সালাত আদায় করাতে হবে।

সালাত কারো জন্য মাফ নেই। কোনো অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যায় না। রোগী, অম্ব, খৌড়া, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে তাকে সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের ওয়াক্ত (أوقات الصلوة)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। সময়মতো আদায় না করলে সালাত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন— “সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুশ্যিনদের জন্য ফরজ।”

সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো—

১	ফজর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে আলো দেখা দিলে ফজর শুরু হয়। সূর্য উঠার পূর্বে মুহূর্তে তা শেষ হয়।
২	যোহর	দুপুরে সূর্য পঞ্চিমে ঢলে পড়লে যোহর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছায়া দিগুণ হলে তা শেষ হয়।
৩	আসর	যোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তা শেষ হয়।
৪	মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পঞ্চিম আকাশে লাল আভা মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।
৫	এশা	মাগরিব শেষ হওয়ার পর এশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্য রাতের পূর্বে এশার সালাত আদায় করা ভালো।

আমরা— সময় মতো সালাত আদায় করব।

সালাতের নিয়ম

সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায় করার নিয়ম আছে। নিয়ম মতো না হলে সালাত আদায় হয় না।

মহানবি (স) বলেছেন- “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো সেভাবেই সালাত আদায় করো।”

আমরা প্রথমে শুয়ু করে পাক-পবিত্র হব। এরপর কাবা শরিফের দিকে মুখ করে বিনয়ের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াব। নিয়ত করব। নিয়ত অর্থ মনের ইচ্ছা। আরাবিতে নিয়ত বলা আবশ্যক না। ছেলেরা দু হাত কান বরাবর উঠাবে। আর মেয়েরা কাঁধ বরাবর উঠাবে এবং বলবে-

আল্লাহু আকবর- **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**। **অর্থ** : আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

সাথে সাথে ছেলেরা নাভি বরাবর আর মেয়েরা বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়াবে।

হাত বাঁধার নিয়ম হলো, ছেলেরা বাম হাতের তালু নাভি বরাবর রাখবে। ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে তাহরিমা বাঁধবে। মেয়েরা বাঁধবে বুকের উপর। সালাতের শুরুতে এভাবে আল্লাহু আকবর বলাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর কথাবার্তা বলা যায় না। এদিক-সেদিক তাকানো যায় না। হাসাহাসি করা যায় না।



সানা - شَنَاءُ

সালাতে তাকবিরে ভাস্তরিমা বীথার পর সানা পড়তে হয়। সানা অর্থ প্রশংসন। সালাতে সানা পাঠ করা সুন্নত। সানা হলো-

সুবহানাক্তাইয়া উয়াবিহামদিকা	سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
ওয়াতাবারাক্সমুকা উয়া তা আলা জান্দুকা	وَتَبَارَكَ أَسْمُوكَ وَتَعَالَى جَدُوكَ
ওয়া লা ইলাহা গাইবুকা	وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! ভূমি পাক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসন। তোমার নাম পরিচ্ছ এবং বরকতময়। ভূমি অতি মহান। ভূমি ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই।

আউয়ুবিল্লাহ - أَعُوذُ بِاللَّهِ

সালাতে সানার পর আউয়ুবিল্লাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ আউয়ুবিল্লাহ হলো-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: বিভাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রম চাই।

আমরা- আউয়ুবিল্লাহ শিখব, ঠিকভাবে তা পড়ব।

বিসমিল্লাহ - بِسْمِ اللَّهِ

সালাতে আউয়ুবিল্লাহর পর বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ হলো-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ: পরম কর্মান্বাদ অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সব ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ করতে হয়। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ ভায়ালা সাহায্য করেন। ভালো কল পাওয়া যাব। মহান আল্লাহ রহম করেন।

আমরা-

দেখাপড়ার শুরুতে বলব বিসমিল্লাহ, খাওয়ার আগে বলব বিসমিল্লাহ

যর থেকে বের হওয়ার সময় বলব বিসমিল্লাহ, সব ভালো কাজের আগে বলব বিসমিল্লাহ।

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা কাজে বরকত দেন। তিনি খুশি হন। কাজটি সহজে সমাধা হয়।

পরিকল্পিত কাজ : কোন কোন কাজে বিসমিল্লাহ বলতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

রূকু ও সিজদাহ

সালাতে প্রথমে নিয়ত করতে হয়। আল্লাহু আকবর বলে তাহরিমা বাঁধতে হয়। এরপর পড়তে হয়— সানা, আউয়ুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও অন্য যেকোনো সূরা বা এর অংশবিশেষ।

এরপর রূকু করতে হয়। রূকু থেকে সামিআল্লাতু লিমান হামিদা **سَيِّعَ اللَّهُ لِمَنْ حِيَدَهُ** বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। সালাতে রূকু-সিজদাহ করা ফরজ। রূকু ও সিজদাহ সঠিকভাবে না করলে সালাত আদায় হয় না।

রূকু করার নিয়ম

সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ব। এরপর মাথা ঝুকাব। দুই হাত দুই ইঁটুর উপর রাখব। মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর রাখব। কনুই পাঞ্জর থেকে ফাঁক করে রাখব। রূকু থেকে সামিআল্লাতু লিমান হামিদা বলে ভালোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর সিজদাহ করব। রূকুতে তসবিহ পাঠ করতে হয়। রূকুর তসবিহ হলো—

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ—**الْعَظِيمِ**

অর্থ: আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।



বুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াব।

দাঁড়ানো অবস্থায় বলব: **রَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ**

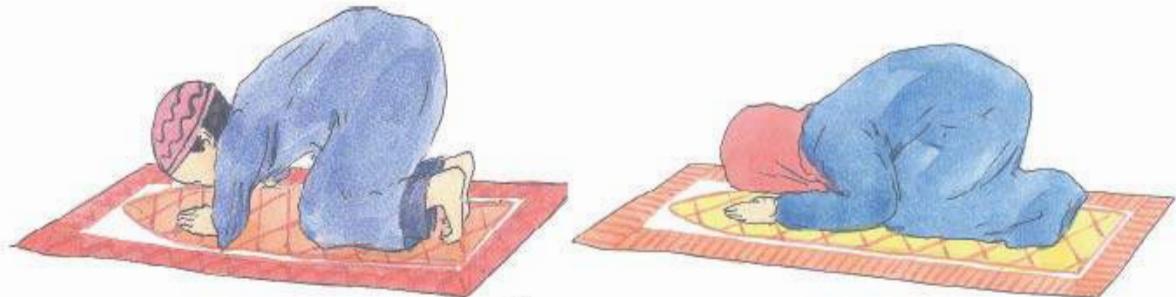
অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই প্রশংসন করছি।

সিজদাহু করার নিয়ম

এরপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতে সিজদাহুয় যাব। সিজদাহুয় দুই ইঁটু জায়নামাজে রাখব। ভারপুর রাখব দুই হাত। দুই হাতের মাঝে রাখব নাক ও কগাল। সিজদাহুতে তাসবিহ পড়তে হয়। সিজদাহুর তাসবিহ হলো—

سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى - سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى

অর্থ: আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।



সিজদাহুত অবস্থায়

আমরা বাড়িতে আবা-আশ্যাকে সালাত আদায় করতে দেখি। শিক্ষক, মসজিদের ইমাম সাহেবকেও দেখি। তাদের দেখে বুকু করা শিখব। তাদের দেখে সিজদাহু করা শিখব। বুকু ও সিজদাহু সঠিক হলে সালাত সহিশুন্দ হয়। সালাত সঠিক হলে জীবন সুন্দর হয়।

আমরা—

সঠিকভাবে সালাত আদায় করব। সঠিকভাবে বুকু সিজদাহু করব।

সালাম

যেকেনো সালাত সালামের মাধ্যমে শেষ করতে হয়। সালাম হলো সালাত আদায়ের শেষ কাজ। কোনো সালাত দুই রাকাআতের, কোনো সালাত তিন রাকাআতের আবার কোনো সালাত চার রাকাআতের হয়ে থাকে।

সালাতের শেষ রাকাআতের সিজদাহুর পর বসা ফরজ। একে শেষ বৈঠক বলে।

এই বৈঠকে আন্তাহিয়াতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়তে হয়। এরপর প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ - آসِسَالামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

অর্থ: আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ধিত হোক।

তারপর বাম কাঁধের দিকে বলতে হয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই সালাম দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি সালাতের সূরা-কালাম, তাসবিহ জানে না, সে কীভাবে সালাত আদায় করবে? এমন ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সব জায়গায় সুবহানাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবর বলবে। সাথে সাথে সালাতের সূরা-কালাম, দোয়া, দরুদ, তাসবিহ ইত্যাদি শিখতে থাকবে। এতে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

সালাতের নৈতিক উপকার

আমরা সালাতের আয়ান শোনামাত্রই সব কাজকর্ম, খেলাধুলা ছেড়ে দিব। পাক-পবিত্র পানি দিয়ে ওয়ু করব। পাক-সাফ কাপড় পরে মসজিদে যাব। মসজিদে সবাই সোজা হয়ে কাতার করে দাঁড়াব। সবাই ইমামের সাথে সালাত আদায় করব। এভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের মনে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হয়। এই ভয় দ্বারা মানুষ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। চরিত্রবান হয়।

মসজিদে গিয়ে ভূমি-

কাউকে দেখবে পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরে আছে।

কাউকে দেখবে খুব চিন্তিত, ক্ষুধার্ত,

কাউকে দেখবে অক্ষম, পঞ্জু, অম্ব।

তখন তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তারা গরিবদের দুঃখ-কষ্ট বুবাবে। ফকির, মিসকিন লোকেরা ধনীদের কাছে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে পারবে। ধনীরা তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। এভাবেই একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠবে।

পরিকল্পিত কাজ : সালাতের নৈতিক উপকার কী তা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) সময়মতো সালাত আদায় করা কার হুকুম?

- | | |
|------------|-------------|
| ১. আবার | ২. আম্বার |
| ৩. আল্লাহর | ৪. শিক্ষকের |

খ) ওযুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া কী?

- | | |
|-----------|------------|
| ১. সুন্নত | ২. ফরাজ |
| ৩. নফল | ৪. ওয়াজিব |

গ) সালাতে মেয়েরা কোথায় তাহরিমা বাঁধবে?

- | | |
|---------------|---------------|
| ১. বুকের নিচে | ২. নাভি বরাবর |
| ৩. নাভির ওপরে | ৪. বুকের ওপরে |

ঘ) সানা কখন পড়তে হয়?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ১. সালাতের শেষে | ২. সালাতের মাঝে |
| ৩. সালাতের শুরুতে | ৪. তাহরিমা বাঁধার পর |

ঙ) ভালো কাজ আরম্ভ করার সময় কী বলতে হয়?

- | | |
|---------------|------------------|
| ১. বিসমিল্লাহ | ২. সুবহানাল্লাহ |
| ৩. মাশাআল্লাহ | ৪. ইন্না লিল্লাহ |

চ) সিজদাহূর তাসবিহ কোনটি?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ১. আল্লাহু আকবর | ২. সুবহানাল্লাহ |
| ৩. সুবহানা রাকিয়াল আ'লা | ৪. রাকবানা লাকাল হামদ |

২। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

- ক. আল্লাহ তায়ালা ----- কথা বলতে নিষেধ করেছেন।
- খ. পাকসাফ থাকা ইমানের ----- অংশ।
- গ. ওয়ুর ----- চারটি।
- ঘ. সালাতে প্রথমে ----- করতে হয়।
- ঙ. ----- দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ক. রূক্ষুর তাসবিহ কী?
- খ. সিজদাহুর তাসবিহ কী?
- গ. সালাত কর ওয়াক্ত?
- ঘ. ওয়ুর ফরজ কয়টি?
- ঙ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. ইবাদত কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- খ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?
- গ. পাকসাফ ধাক্কে কী উপকার হয়?
- ঘ. হাত-পা পরিষ্কার রাখার উপকারিতা কী?
- ঙ. ঢোক পরিষ্কার রাখার উপায় কী?
- চ. ওয়ুর নিয়ম লেখ।
- ছ. ওয়ুর ফরজ কয়টি ও কী কী?
- জ. দিনে-রাতে কয়বার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর নাম লেখ।
- ঝ. কীভাবে তাহরিমা বাধতে হয়?
- ঞ. রূক্ষু কীভাবে করতে হয়?
- ট. সিজদাহ করার নিয়ম বল।
- ঠ. সালাতের নৈতিক উপকার কী?

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক

(নেতৃত্বিক গুণাবলি)

আক্রা-আম্মার কথা শোনা

আক্রা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের আদর করেন। যত্ন নেন ও সালনপালন করেন। অসুখ হলে সেবা করেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। কাজেই আমরা আক্রা-আম্মার কথা শুনব। তাঁদের কথামতো চলব।

আমরা আক্রা-আম্মাকে সম্মান করব। সালাম দেব। আদেশ মেনে চলব। সেবা করব। বিনয়ের সাথে কথা বলব। তাঁরা ডাকলে জী বলে উত্তর দেব। সবসময় ভালো ব্যবহার করব।

আল্লাহ বলেন, “তোমরা আক্রা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে”।

আমরা আক্রা-আম্মার সাথে ঝাগড়া করব না। রাগারাগি করব না। ধরক দেব না। কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাদের সবসময় খুশি রাখব। সন্তুষ্ট রাখব। তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।

মহানবি (স) বলেন-

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

আক্রা-আম্মা সন্তুষ্ট থাকলে আমরা জান্নাত পাব। জান্নাত সুখের জায়গা। সেখানে আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তি পাওয়া যায়।

মহানবি (স) বলেছেন, “মায়ের পায়ের নিচে সভানের জান্নাত”।

একটি ঘটনা :

একদিন আমাদের প্রিয় নবি (স) সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা আসলেন। প্রিয় নবি (স) বৃদ্ধাকে দেখে উঠে দাঢ়ালেন। সম্মান করলেন। নিজের

গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। আদবের সাথে তাঁকে বসালেন। সাহাবিরা অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধা কে? প্রিয় নবি (স) উভয়ে বললেন— ইনি হলেন আমার দুধমা বিবি হালিমা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের আবো—আম্মার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আমরা আবো—আম্মার জন্য দোয়া করব।

দোয়া : রাবিরহামহুমা কামা রাবাইয়ানী সাগীরা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমর আবো—আম্মা ছোটবেলায় আমাকে যেভাবে দয়া ও স্নেহের সাথে লালনপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি সেভাবেই দয়া করুন।

আমরা—

আবো—আম্মার কথা শুনব।
 তাঁদের উপদেশ মেনে চলব।
 তাঁদের সম্মান করব।
 তাঁদের দুঃখ—কষ্ট দেব না।
 তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব।
 তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আবো—আম্মার জন্য দোয়াটির অর্থ বাংলায় সুন্দরভাবে লিখবে।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার

আমার নাম ফুয়াদ। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। শাফী, হাসান ও তারেক আমার সাথে পড়ে। এক সাথে একই শ্রেণিতে যারা পড়ে তাদেরকে সহপাঠী বলা হয়। আমরা সকলে একে অপরের সহপাঠী। সহপাঠী অর্থ পড়ার সাথী।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। পড়া জানতে চাইলে পড়া বলে দেব। একে অপরকে সাহায্য করব। বিপদে এগিয়ে আসব। অসুখ হলে দেখতে যাব। সেবা করব। দেখা হলে সালাম দেব। এক সাথে খেলা করব।

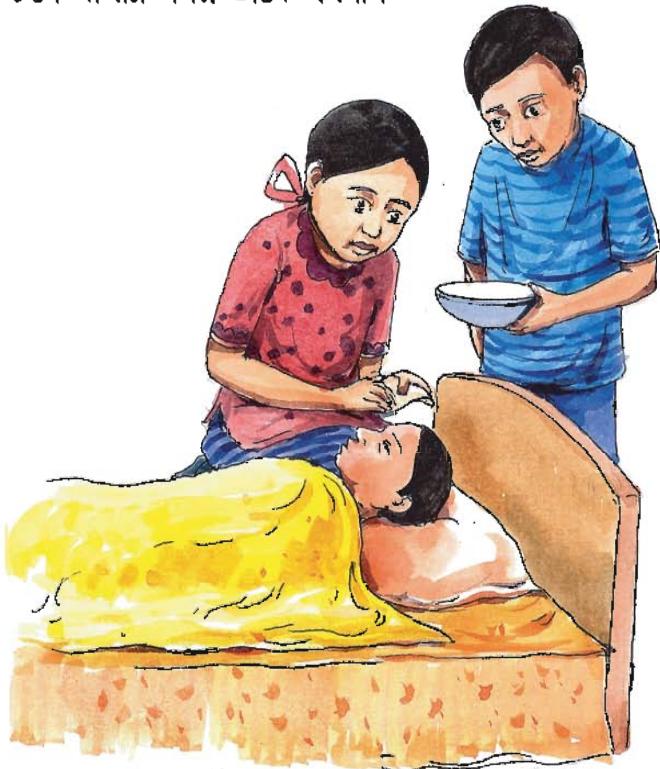
একটি ঘটনা :

হাসান রোজ ঝুলে আসে। একদিন সে ঝুলে আসেনি। আমরা সকলে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। তার খুব ঝুর। সে ঝুরে কাঁপছে। তার আম্মা তার মাথায় পানি দিচ্ছেন। বাসায় আর কেউ নেই। আমি ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার সাহেব হাসানের ঝুর পরীক্ষা করে শুধু লিখে দিলেন। তারেক ও শুধু ক্রয় করে আনল

এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হাসানকে ওষুধ খাইয়ে দিল। হাসানের জ্বর অনেক কমে গেল। সে আরাম পেল। শান্তি পেল। অনেকটা সুস্থ বোধ করল। আমরা কিছু সময় তার সাথে থাকলাম। গল্প করলাম। আমরা চলে আসার সময় তাকে বললাম-

ইনশাআল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি ভালো
হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে।
স্কুলে যাবে। হাসান খুব খুশি হলো।
সহপাঠী অসুস্থ হলে আমরা এভাবে
তাকে সাহস দেব। সান্ত্বনা দেব।
সেবাযত্ত করব।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া
করব না। মারামারি করব না।
সহপাঠীদের কাউকে গালি দেবনা।
হিংসা করব না। কারো বই,
খাতা, কলম চুরি করব না। এগুলো
করলে গুনাহ হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট
হন। সকলে নিষ্পা করে। ঘৃণা
করে। কেউ ভালোবাসে না। কেউ
বিশ্বাস করে না। আদর করে না।



সহপাঠীর সেবা করছে

আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব। আমরা একে অপরের সুরে সুখী হব। দুঃখে
দুঃখী হব। তাহলে আবা-আম্মা খুশি থাকবেন। শিক্ষকগণ খুশি হবেন। পরিবেশ সুন্দর
হবে। আল্লাহ খুশি হবেন। সকলে ভালোবাসবেন। আদর করবেন।

আমরা—

সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব। পড়া জানতে চাইলে বলে দেব।

একসাথে খেলা করব। অসুখ হলে সেবাযত্ত করব।

বিপদে সাহায্য করব। সবসময় ভালো ব্যবহার করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা কোন সহপাঠীর সাথে ক্রিয় ব্যবহার করবে তা খাতায় সুন্দর
করে লিখবে এবং শ্রেণিকক্ষে পড়ে শুনাবে।

সালাম বিনিময়

বাড়িতে আবা-আম্মা আছেন। আরও আছেন দাদা-দাদি ও ভাইবোন। স্কুলে আছেন শিক্ষক—

শিক্ষিকা ও সহপাঠীরা। তাছাড়া, খেলার সাথি, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু-বন্ধব এবং আরও অনেকের সাথে দেখা হয়। দেখা হলে সবাইকে সালাম দেব। কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিতে হয়।

সালাম : **أَسْلَامُ عَلَيْكُمْ - আসসালামু আলাইকুম।**

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি বর্ধিত হোক।

সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দিতে হয়। সালামের জওয়াবে বলব-

ওয়া আলাইকুমস সালাম । - **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ।**

অর্থ : আপনার ওপরও শান্তি বর্ধিত হোক।

কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে সালাম দেব। সালাম দিলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ রহম করেন। নবি (স) খুশি হন। ছোট-বড় সকলে খুশি হন। শান্তি পাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সালাম অর্থ শান্তি। সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা।

যে আগে সালাম দেবে সে বেশি সাওয়াব পাবে। মহানবি (স) আগে সালাম দিতেন। মহানবি (স) বলেছেন- “যে আগে সালাম দেবে, সে বেশি সাওয়াব পাবে”।

চেনা-অচেনা সকল মুসলিমকে সালাম দিতে হয়। মহানবি (স) বলেছেন- “তুমি সালাম দেবে, যাকে তুমি চেন এবং যাকে না চেন”।

আমরা স্কুলে যাবার সময় আবা-আম্মাকে সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই সহপাঠীদের সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসলে দাঁড়িয়ে সালাম দেব। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সালাম দেব। রাস্তায় চলার সময় যার সাথে দেখা হবে তাকে সালাম দেব। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ও মেহমান আসলে আগে সালাম দেব। চিঠিতে সালাম লেখা পড়লে সালামের জওয়াব দেব। টেলিফোনে কথা বলার সময় প্রথমে সালাম দেব। কেউ টেলিফোনে সালাম দিলে সালামের জওয়াব দেব। টেলিভিশনে সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দেব। সালাম দেওয়া সুন্নত। জওয়াব দেওয়া গয়াজিব।

ছোটরা বড়দের সালাম দেবে। আবার বড়রাও ছোটদের সালাম দেবেন। কীভাবে সালাম দিতে হয়, তা শেখাবার জন্য বড়রা ছোটদের সালাম দেবেন। ছোটরা সালাম দেওয়া শিখবে। এভাবে বড়-ছোট সকলে সালাম দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস করবে।

আমরা—

আবা—আবাকে সালাম দেব। শিক্ষক—শিক্ষিকাকে সালাম দেব।

পড়ার সাথী ও খেলার সাথীকে সালাম দেব। চেনা—অচেনাকে সালাম দেব।

বড় ছেট সবাইকে সালাম দেব। সালাম দেওয়া—নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সালাম দেবে। বিনিময়ে অপরজন সেই সালামের জওয়াব দেবে। এভাবে সকলে সালাম দেওয়া ও নেওয়ার অভ্যাস করবে।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার

আমাদের বাড়িতে নানা—নানী, মামা—মামী, খালা—খালু, ফুফা—ফুফু ও অনেক আতীয় বেড়াতে আসেন। আসেন কাছের এবং দূরের লোকজন। যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা আমাদের মেহমান। আর আমরা হলাম মেজবান।

মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব। তারপর বসতে দেব। সেবাযত্ত করব। সম্মান দেখাব। হাসিমুখে কথা বলব। এক সাথে বসে আহার করব। আনন্দ প্রকাশ করব। ভালো ব্যবহার করব। মহানবি (স) বলেছেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আধিরাতে ইমান রাখে

সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

আমাদের মহানবি (স) মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। নিজেই তাদের সেবা করতেন। যত্ন করে খাওয়াতেন। সম্মান দিতেন।

একটি আদর্শ কাহিনী

এক ইহুদি রাতে মহানবি (স) এর মেহমান হলেন। মহানবি (স) তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। পরিষ্কার বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। লোকটি বেশি খেয়েছিল। তার পেট খারাপ হলো। বদহজম হলো। বিছানা নষ্ট করল। নোংরা ও দুর্গম্য হলো। ভয়ে খুব ভোরে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভুলে সে নিজের তরবারিটি রেখে গেল।

মহানবি (স) সকালে মেহমানের খৌজ নিতে গেলেন। কিন্তু পেলেন না। বিছানা নষ্ট ২১

ଦେଖଲେନ । ଏତେ ତିନି ଲୋକଟିର ଶ୍ରପର ଏକଟୁଓ ରାଗ କରଲେନ ନା । ବରଂ ଭାବଲେନ ଲୋକଟି ହ୍ୟତୋ କଷ୍ଟ ପେଯେଛେ । ଦୁଃଖ ପେଯେଛେ । ଅତଃପର ନିଜ ହାତେ ମୟଳା ବିଛାନା ପାନି ଦିଯେ ଧୁତେ ଲାଗଲେନ । ଲୋକଟିର ତରବାରିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତରବାରି ନିତେ ଏସେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଦୟାଲ ନବି (ସ) ମୟଳା ବିଛାନା ପରିଷକାର କରଛେନ ।

ସେ ଅବାକ ହଲୋ । ସେ ଭେବେଛିଲ, ମହାନବି (ସ) ରେଗେ ଆଛେନ । ତାକେ ମାରଧର କରବେନ । କିନ୍ତୁ କୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ତିନି ଲୋକଟିକେ ଦେଖେ ଏକଟୁଓ ରାଗ କରଲେନ ନା । ତିନି ଲୋକଟିକେ ଦେଖେ ଖୁଶି ହଲେନ ଏବଂ ବଲିଲେ- “ଭାଇ, ରାତେ ତୋମାର ଖୁବ କଷ୍ଟ ହେବେ । ତୁମି ଆମାକେ କ୍ଷମା କର” ।

ମହାନବି (ସ) ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରେ ଲୋକଟି ମୁଗ୍ଧ ହଲୋ । ଖୁଶି ହଲୋ ଓ ଇମାନ ଆନଳ । ମୁସଲମାନ ହେବେ ଗେଲ ।

ମେହମାନେର ସାଥେ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରଲେ ମେହମାନ ଖୁଶି ହେବେ । ମେଜବାନେର ସୁନାମ ବାଡ଼େ । ମେଜବାନ ଓ ମେହମାନେର ମଧ୍ୟେ ଭାଲୋ ସମ୍ପର୍କ ଗଡ଼େ ଓଠେ । ଏତେ ଆଜ୍ଞାହ ଖୁଶି ହନ ।

ଆମରା - “ମେହମାନକେ ସାଲାମ ଦେବ, ବସନ୍ତେ ଦେବ । ସମ୍ମାନ କରବ, ଯତ୍ନ ନେବ । ଖୌଜ-ଖବର ନେବ, ସେବା କରବ । ହସି ମୁଖେ କଥା ବଲବ, ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରବ” ।

ପରିକର୍ତ୍ତିତ କାଜ :

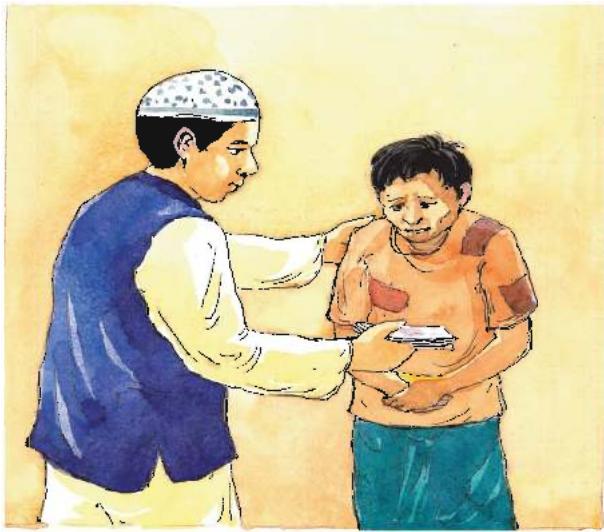
ମେହମାନେର ସାଥେ କିରୂପ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହେବ ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରା ଏଇ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କରବେ ।

ମାନୁଷେର ସେବା

ଆଜ୍ଞାହର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ମାନୁଷ ସବାର ସେଇବା । ମାନୁଷ ମାନୁଷେର ଭାଇ । ତାରା ଏକେ ଅପରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ । ଗରିବ ହଲେ ଟାକା-ପଯସା ଦିଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ । ଅସୁମ୍ଭ୍ୟ ହଲେ ସେବା କରବେ । ଚିକିତ୍ସା କରବେ । ଦେଖତେ ଯାବେ । ପିପାସା ଲାଗଲେ ପାନି ଦେବେ । କ୍ଷୁଧା ପେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ । ମାନୁଷେର ସେବା କରା ଆଜ୍ଞାହର ଇବାଦତ ।

ଆମାଦେର ଦୟାଲ ନବି (ସ) ବଲେଛେନ -

କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକେ ଖାଦ୍ୟ ଦାଓ,
ରୋଗୀର ସେବା କର,
ବନ୍ଦୀକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦାଓ ।



କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଛେ

মহানবি (স) আরও বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বলবেন—

আমার ক্ষুধা লেগেছিল, তুমি আমাকে খাবার দাও নি। আমার পানির পিপাসা পেয়েছিল, তুমি আমাকে পানি দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে সেবা কর নি।

তখন মানুষ বলবে, হে আল্লাহ! এসব থেকে তুমি তো মুক্ত! এ কী করে সম্ভব?

আল্লাহ বলবেন, তোমার আশেপাশে অনেক লোক অনাহারে ছিল, তুমি তাদের খেতে দাও নি। অনেকে অসুস্থ ছিল, তুমি তাদের সেবা কর নি। যদি তুমি তাদের খেতে দিতে, সেবা করতে, সাহায্য করতে, তাহলে তা আমাকেই সেবা করা হতো। আমি খুশি হতাম। কারণ, মানুষ তো আমার সৃষ্টি। আমার বশ্দ।

মহানবি (স) সবসময় মানুষের সেবা করতেন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের খৌজখবর নিতেন। উপকার করতেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে সেবা করতেন। তাঁর ভীষণ শত্রুকেও তিনি সাহায্য করতেন। সেবা করতেন।

একটি ঘটনা

এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স) এর চলার পথে কাঁটা দিত। মহানবি (স) এর পায়ে কাঁটা ফুটলে সে দূর থেকে দেখে হাসত। খুশি হতো। হঠাৎ একদিন পথে কাঁটা না দেখে মহানবি (স) খুব চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, বুড়ির অসুখ-বিসুখ হলো কিনা। নিজে তার বাড়িতে গিয়ে খৌজ নিলেন। দেখলেন, সত্যিই বুড়ি খুব অসুস্থ। দয়াল নবি সেবাযত্ত দিয়ে তাকে সারিয়ে তুললেন। বুড়ি সুস্থ হলো। সে তার খারাপ কাজের জন্য লজ্জা পেল। অনুত্সু হলো। সে আর কোনো দিন পথে কাঁটা দিত না।

মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত। মানুষের সেবা করলে মানুষ খুশি হয়। সমাজ সুন্দর হয়। পরিবেশ সুন্দর হয়। সুখ-শান্তি বজায় থাকে। আল্লাহ খুশি হন। জান্নাত পাওয়া যায়।

আমরা—

- ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব।
- পিপাসা পেলে পানি দেব।
- অসুস্থ হলে সেবা করব।
- বিপদে পড়লে সাহায্য করব।
- গরিব, দুঃখী ও ইয়াতীমকে ভালোবাসব।
- সকল মানুষকে সেবা করব।

পরিকল্পিত কাজ : মানুষের সেবা কীভাবে করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

জীবে দয়া

আল্লাহ দয়াবান। সকল জীবের প্রতি তিনি দয়া দেখান। তিনি মানুষকে সকল জীবের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন। জীবে দয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়।
মহানবি (স) বলেছেন—“পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবের প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন”।

আমাদের খোঁয়াড়ে ইঁস, মুরগি থাকে। গোয়ালে গরু, ছাগল থাকে। আঙিনায় বিড়াল, কুকুর থাকে। এদের সুখ-দুঃখ আছে। এরা আদর চায়। যত্ন চায়। সুখ চায়। শান্তি চায়। আমরা এদের আদর করব। যত্ন নেব। মায়া করব। আঘাত করব না। কষ্ট দেব না। তাদের দিকে চিল-পাথর, ইট ছুঁড়ব না। এতে তাদের কষ্ট হয়। এদের কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

অকারণে বিড়াল, কুকুর, ইঁস, মুরগি, ব্যাঙ, পিপড়া, ফড়িং, চড়ুই কোনো পশুপাখিকে কষ্ট দেব না। আঘাত করব না। ফড়িং-এর পায়ে সুতা বেঁধে খেলা করব না। ফড়িং ব্যথা পাবে। কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা চুরি করে আনব না। এতে পাখির মা কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা কাঁদবে। কষ্ট পাবে। গরুর গাড়িতে বেশি বোঝাই দেব না। মহিয়ের গাড়িতে বেশি বোঝাই দেব না। গাড়িতে বোঝাই বেশি দিলে গরুর গাড়ি টানতে খুব কষ্ট হবে। মহিয়ের খুব কষ্ট হবে।

আমরা হাটবাজার থেকে ইঁসমুরগি কিনি। এদের পা ধরে বাড়িতে নিয়ে আসি। পা উপরে থাকে। মাথা নিচের দিকে থাকে। ফলে এদের কষ্ট হয়। খুব ব্যথা লাগে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। কাঁদতে থাকে। এটা খুব অন্যায় কাজ। এভাবে কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। অতএব, আমরা এদের কষ্ট দেব না। এদের ডানাগুলো আস্তে করে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসব। তাহলে কষ্ট পাবে না।

মহানবি (স) বলেছেন, পশুপাখিকে কষ্ট দিতে নেই।

একটি ঘটনা

এক মহিলা দেখলেন যে, পথের পাশে একটি কুকুর। কুকুরটি পিপাসায় খুব কাতর। এখনই মরে যাবে এমন অবস্থা। মহিলার মনে খুব দয়া হলো। নিকটে একটি পানির কূপ ছিল। তিনি ঐ কূপ থেকে পানি উঠিয়ে আনলেন। কুকুরের সামনে ধরলেন। কুকুর পানি পান করল। পানি পান করে কুকুর আরাম পেল। শান্তি পেল। বেঁচে গেল।

মহিলা কুকুরের প্রতি দয়া দেখালেন। জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরের সেবা করলেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে জান্নাত দান করলেন।

আমরা—

জীবজঙ্গকে খাবার দেব, পানি দেব, যত্ন নেব, আদর করব।
আঘাত করব না, কষ্ট দেব না, ভালোবাসব, দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা খাতায় জীবজঙ্গুর নামের একটি চার্ট তৈরি করবে এবং কীভাবে জীবে দয়া করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

সত্য কথা বলা

আমরা কথা বলি আব্বা-আম্মার সাথে। ভাইবোনের সাথে। বন্ধু-বন্ধবের সাথে। পড়ার সাথী ও খেলার সাথীর সাথে। আমরা সবার সাথে কথা বলি। যখন আমরা কথা বলব, সত্য কথা বলব।

সত্য কথা বলা খুবই ভালো। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে। আদর করে। স্নেহ করে। সম্মান দেয়। বিশ্বাস করে। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলা হয়। সত্যবাদী আল্লাহর কাছে প্রিয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তার বিপদে সকলে এগিয়ে আসে। তাকে সাহায্য করে। সে বিপদ থেকে মুক্তি পায়। সে জান্নাতে যাবে।

মিথ্যা বলা মহাপাপ। যে মিথ্যা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। আদর করে না। সম্মান দেয় না। তার বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না। সাহায্য করে না। বিপদযুক্ত করে না। যে মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যবাদী বলা হয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। ঘৃণা করেন। সবাই তাকে ঘৃণা করে। সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সে জাহান্নামে যাবে।

মহানবি (স) বলেছেন, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

মহানবি (স) আরও বলেছেন, সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায়।

সত্য কথা বলা একটি মহৎ গুণ। সত্য কথা বললে প্রকৃত ঘটনা জানা যায়। সত্য কথা বললে জীবনে জয় লাভ করা যায়। আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই সত্য কথা বলতেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। তাঁকে সকলে আল-আমীন বলে ডাকত। আল-আমীন অর্থ বিশ্বাসী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন।

সত্য কথা বলা সম্পর্কে একটি আদর্শ ঘটনা

একদিন একজন লোক মহানবি (স) এর কাছে এসে বলল :

হে আল্লাহর নবি! আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এ অন্যায় কাজগুলো কীভাবে ছেড়ে দেব?

মহানবি (স) বললেন, “প্রথমে মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও”।

লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। সবসময় সত্য কথা বলতে থাকল। এরপর আস্তে আস্তে সব অন্যায় ছেড়ে দিল। অন্যায় থেকে বাঁচল। পাপমুক্ত হলো।

আমরা—

সবসময় সত্য কথা বলব

সৎ পথে চলব

মিথ্যা কথা বলব না

পাপ কাজ করব না।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীরা সত্য কথা বলার উপকারিতা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং শিক্ষার্থীরা সত্য কথা বলার জন্য অভ্যাস গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের কী?

- | | |
|-------------|---------------|
| (১) খুশি | (২) জাহান্নাম |
| (৩) জান্নাত | (৪) স্থান |

(খ) সহপাঠী অর্থ কী?

- | | |
|----------------|---------------|
| (১) পড়ার সাথী | (২) বই |
| (৩) আত্মীয় | (৪) প্রতিবেশী |

(গ) সহপাঠী বিপদে পড়লে কী করব?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (১) খেলা করব | (২) বেড়াতে যাব |
| (৩) বলে দেব | (৪) সাহায্য করব |

(ঘ) কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমে কী করব?

- | | |
|----------------|---------------|
| (১) বসতে দেব | (২) সালাম দেব |
| (৩) নাস্তা দেব | (৪) কথা বলব |

(ঙ) যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা কে?

- | | |
|-------------|---------------|
| (১) আবু-আমা | (২) দাদা-দাদি |
| (৩) মেহমান | (৪) মেজবান |

(চ) আল্লাহর সূফির মধ্যে সবার সেরা কে?

- | | |
|-----------|---------|
| (১) মানুষ | (২) পশু |
| (৩) পাখি | (৪) জিন |

(ଛ) ଏକ ବୁଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ମହାନବି (ସ)-ଏର ଚଲାର ପଥେ କୀ ଦିତ ?

(୧) ବିଛାନା (୨) ପାଥର

(୩) କୁଟୀ (୪) ଇଟ

(ଜ) ସକଳ ଜୀବେର ପ୍ରତି କେ ଦୟା ଦେଖାନ ?

(୧) ମାନୁଷ (୨) ଜିନ

(୩) ଫେରେଶତା (୪) ଆଲ୍ଲାହ

୨। ଶୂନ୍ୟମୟାନ ପୂରଣ କର :

(କ) ଆମରା ଆକା-ଆମ୍ବାର ----- ଶୂନ୍ୟ ।

(ଖ) ପିତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିତେ ----- ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ।

(ଗ) ଯେ ଆଗେ ସାଲାମ ଦେବେ ସେ ବୈଶି ----- ପାବେ ।

(ଘ) ମାନୁଷେର ସେବା କରା ଆଲ୍ଲାହର ----- ।

(ଓ) ପଶୁପାତି କାଉକେ ----- ଦିତେ ନେଇ ।

(ଚ) ସତ୍ୟ ମାନୁଷକେ ----- ଦେୟ ।

୩। ବାମ ପାଶେର କଥାଗୁଲୋର ସାଥେ ଡାନ ପାଶେର କଥାଗୁଲୋ ମିଳ କର :

(କ) ଆମରା ଆକା-ଆମ୍ବାର ସାଥେ	ଖୁଶି ହଲ
--------------------------	---------

(ଖ) ଆମରା ସକଳେ ଏକେ ଅପରେର	ଭାଇ
-------------------------	-----

(ଗ) ସାଲାମ ଦିଲେ ଆଲ୍ଲାହ	ମହାପାପ
-----------------------	--------

(ଘ) ପଡ଼ାର ସାଥୀ	ବାଗଡ଼ା କରବ ନା
----------------	---------------

(ଓ) ମିଥ୍ୟା ବଲା	ସହପାଠୀ
----------------	--------

୪। ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

(କ) ଆକା-ଆମ୍ବା ଖୁଶି ଥାକଲେ କୀ ଲାଭ ହୁଯ ?

(ଖ) ସହପାଠୀର ଅସୁଖ ହଲେ କୀ କରବ ?

(ଗ) ସାଲାମ ବିନିମୟେର ବାକ୍ୟଟି ଆରବିତେ ଲେଖ ।

- (ঘ) সালামের জওয়াবে কী বলতে হয়?
- (ঙ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী উপকার হয়?
- (চ) জীবে দয়া করলে আল্লাহ কী হন?
- (ছ) মিথ্যা বলার ক্ষতি কী?

৫। নিচের অশ্বগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) আবো-আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?
- (খ) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারিতা কী কী?
- (গ) সালাম দেওয়া-নেওয়ার নিয়ম লিখ।
- (ঘ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
- (ঙ) আমরা জীবের প্রতি কীভাবে দয়া দেখাব?
- (চ) সত্য কথা বলার একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা



কুরআন মজিদ

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। আমরা কোন কাজ কীভাবে করব, তা কুরআন মজিদে আছে। কোন কাজ করলে আমরা সুখ পাব, আর কোন কাজ করলে আমাদের বিপদ হবে, তাও আছে কুরআন মজিদে।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবিতে আছে উন্নতিশীটি অক্ষর। এই অক্ষরগুলো শিখতে পারলে আমরা কুরআন মজিদ পাঠ করতে পারব।

মহানবি (স) বলেছেন— ‘তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন মজিদ শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়’।

আমরা—

কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শিখব,
প্রতিদিন কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করব।

পরিকল্পিত কাজ: কুরআন মজিদ সম্পর্কিত মহানবি (স) এর একটি বাণী বাঞ্ছায় বড় বড় অক্ষরে সুন্দর করে খাতায় লিখে আনবে।

আরবি বর্ণমালা

বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় ৫০টি অক্ষর আছে। বাংলা পড়তে হয় বাম দিক থেকে। আরবি কুরআন মজিদের ভাষা। আরবিতে ২৯টি অক্ষর আছে। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে।

সহজে চেনার জন্য প্রতিটি আরবি অক্ষর বা হ্রফের উচ্চারণ বাংলাতে দেওয়া আছে। আমরা শিখকের কাছে শুনে শুনে হ্রফগুলোর সঠিক উচ্চারণ শিখব।

চার্ট - ১

ث	ت	ب	ا
ছ	ত	ব	আদিক

ث	ت	ب	ا
---	---	---	---

চার্ট - ২

দ	خ	হ	জ
দাল	খা	হা	জিম

د	خ	হ	জ
---	---	---	---

চার্ট - ৩

س	ز	ر	ذ
ছিন	যা	রা	যাল

س	ز	ر	ذ
---	---	---	---

চার্ট - ৪

ط	ض	ص	ش
তোয়া	দোয়াদ	সোয়াদ	শীন

ط	ض	ص	ش
---	---	---	---

চার্ট - ৫

ف	غ	ع	ظ
ফা	গইন	আইন	যোয়া

ف	غ	ع	ظ
---	---	---	---

চার্ট - ৬

م	ل	ک	ق
মিম	লাম	কাফ	ক্বাফ

م	ل	ک	ق
---	---	---	---

চার্ট - ৭

ي	ء	ة	و	ন
ইয়া	হাম্যা	হা	ওয়াও	নূন
ي	ء	ة	و	ন

আরবি ২৯টি হরফ

ح	ج	ش	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي	ء	ة	و	ন	

ج	ع	ث	م	ت	ن	و	ق	ا	ص
ڑ	ڙ	ڏ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ
ڪ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ

পরিবর্তিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবি হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় শিখবে।

নুকতা

আরবি হরফের নিচে বা ওপরে এক বা একাধিক ফোটা দেখা যায়। এই ফোটাকে নুকতা বলে।

আরবি ۲۹টি হরফের মধ্যে ۱۵টিতে নুকতা আছে। যেমন –

এক নুকতা নিচে	۲টি
এক নুকতা ওপরে	۸টি
দুই নুকতা নিচে	۱টি
দুই নুকতা ওপরে	۲টি
তিন নুকতা ওপরে	۲টি

ج	ب
خ	ذ
ڙ	ڻ
ڻ	ڻ
ڻ	ڻ

পরিবর্তিত কাজ : শিক্ষার্থীরা নুকতাযুক্ত হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় শিখবে ও পড়বে।

আরবি ۱۴টি হরফে কোনো নুকতা নেই। যেমন –

ط	ص	س	ر	د	ح	ا
ء	ڙ	،	ڙ	ڙ	ڙ	ء

আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ

আরবি বর্ণগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে বসলে যে পরিবর্তন হয় তার নমুনা নিচে দেয়া হলো।

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ا = ا	ا = بَاب	ا = بَاب	ا = بَاب	ا
ببب	بب = جبل	ب = حب	ب = بَاب	ب
تتت	ت = فتح	ت = بيت	ت = تبر	ت
ثثث	ث = مثل	ث = بحث	ث = ثير	ث
ججج	ج = فجر	ج = حج	ج = جبل	ج
ححح	ح = صلح	ح = بحث	ح = حبل	ح
خخخ	خ = شيخ	خ = بخت	خ = خبر	خ
ددمدم	د = مدد	د = بعد	د = دار	د
ذذذذ	ذ = لذيز	ذ = هذا	ذ = ذيل	ذ
ررر	ر = فرق	ر = قبر	ر = ريب	ر

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ز م ز	ز = هز	ز = هزق	ز = زهق	ز
س س س س	س = ليس	س = مسح	س = سيل	س
ش ش ش ش	ش = عطش	ش = مشط	ش = شيش	ش
ص ص ص ص	ص = بصر	ص = نص	ص = صل	ص
ض ض ض ض	ض = فضل	ض = بيض	ض = ضل	ض
ط ط ط ط	ط = بط	ط = مطر	ط = طب	ط
ظ ظ ظ ظ	ظ = حظ	ظ = مظل	ظ = ظل	ظ
ع ع ع ع	ع = سمع	ع = نعم	ع = عين	ع
غ غ غ غ	غ = رسم	غ = بغير	غ = غير	غ
ف ف ف ف	ف = صفر	ف = سفر	ف = فن	ف

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ق	ق = حق	ق = لقب	ق = قبر	ق
ك	ك = بكر	ك = شك	ك = كف	ك
ل	ل = ملل	ل = خيل	ل = ليل	ل
م	م = من	م = قمر	م = من	م
ن	ن = من	ن = سند	ن = نور	ن
و	و = دلو	و = نور	و = ويل	و
ه	ه = طه	ه = شهر	ه = هم	ه
ع	ع = شاء	ع = سئل	أ = أمر	ع
ي	ي = نبي	ي = خير	ي = يد	ي

হ্রক্ত

আমরা বালা শিখতে বর্ণের সাথে ।, চ, ট ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন—

ব + । = বা

ব + চ = বি

ব + ট = বু

এসব চিহ্নকে বলা হয় অর্থচিহ্ন।

আরবি ভাষায়ও এইগুলি অর্থচিহ্ন আছে। যেমন,

ষবর ۔ = ٻ = বা ষবর বা

যের ۔ = ڦ = বা যের বি

শেশ ‘ = ڻ = বা শেশ বু

এসব অর্থচিহ্নকে আরবি ভাষায় হ্রক্ত বলে। হ্রক্ত তিনটি। যথা :

ষবর ۔, যের ۔, শেশ ‘.

(১) ক্ষক্ষের উপর ষবর দিলে আ-কার হবে। ٻ = বা ষবর বা।

أ	ج	د	ر	س	ص	ق	ل	م	ন
আ	মা	হা	লা	ক্ষা	ফা	আ	সা	ছা	রা

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্রক্তগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখবে।

— বর্ণনৃত্য শাখার এই চার্ট পড়ু ও শেখ

ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	أ
ع	ظ	ظ	ض	ص	ش	س	ز	
ة	و	ة	هـ	لـ	كـ	قـ	فـ	غـ
			يـ	ءـ				

(২) শাখার লিখ কো পিতা ই-কর হবে। بـ - বা কো বি।

بـ	مـ	هـ	لـ	فـ	عـ	صـ	سـ	رـ	دـ	جـ	تـ	أـ
پি	می	ہی	لی	فی	عی	صی	سی	ری	دی	جی	تی	ای

— শেষনৃত্য শাখার এই চার্ট পড়ু ও শেখ

ذـ	دـ	خـ	حـ	جـ	ثـ	تـ	بـ	أـ
عـ	ظـ	ظـ	ضـ	صـ	شـ	سـ	زـ	
ةـ	وـ	ةـ	هــ	لــ	كــ	قــ	فــ	غــ
			يــ	ءــ				

(۳) کاہوں پر سچے نامہ میں اے۔ کہا جائے گا۔ بُ - بُ کاہوں پر

مُ													
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

نُ													
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

۴ سچے کاہوں کاہوں اے۔ چارچار سکھ و سکھ

ڈ	ڈ	خ	خ	ج	ج	ٹ	ٹ	بُ	بُ
عُ	ظُ	ظُ	ضُ	صُ	شُ	شُ	زُ	زُ	زُ
ة	وُ	نُ	مُ	لُ	کُ	کُ	فُ	فُ	غُ
			يُ	ءُ					

ভালবীন

মিম দুই ব্যর ^م - মান

মিম দুই যের ^م - মিন

মিম দুই পেশ ^م = মুন

দুই ব্যর = যুক্ত ভালবীনের এই চার্ট পড় ও শেখ

ذ	د	خ	ح	ج	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ
ع	ط	ظ	ض	ص	ش	ش	س	ز	ز	ز
ف	ف	ف	ف	ف	ق	ق	ق	ف	ف	غ
					ي	ي				

দুই যের = যুক্ত ভালবীনের এই চার্ট পড় ও শেখ

ذ	د	خ	ح	ج	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ	ڭ
ع	ط	ظ	ض	ص	ش	ش	س	ز	ز	ز
ف	ف	ف	ف	ف	ق	ق	ق	ف	ف	غ
					ي	ي				

পরিকল্পিত কার্য : শিক্ষার্থীরা ভালবীন যুক্ত ৫টি বর্ণ চকচোর্ড সুন্দর করে লিখবে ও পড়বে।

দুই পেশ ও যুক্ত তালিবীনের এই চার্ট গড় ও লেখ

ڈ	ڈ	خ	خ	ج	ج	ث	ث	ব	ব
ع	ط	ط	ض	ص	ش	س	ز	ৰ	ৰ
ত	ও	ত	ম	ল	ল	ق	ف	ং	ং
		ু	ী						

জ্যম

আরবিতে এমন অনেক হরফ আছে যাতে যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফে যবর, যের, পেশ আছে। এই যবর, যের, পেশবিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

এই চিহ্নটিকে ^ জ্যম বলা হয়। জ্যমের আরেকটি চিহ্ন হলো ৩। জ্যমের অপর নাম সাকিন। যেমন,

مَنْ مীম নুন যবর = মান

مِنْ مীম নুন যের = মিন

مُنْ مীম নুন পেশ = মুন

অবয়বুক্ত হরফের চারটি গুরু

ث و م	ص و م	ق ل	ك ن
ش و م	ص و م	ق ل	ك ن
أك ب ز	ك ر س ج د	م ر س ج د	ك ن ت م
أك ب ز	ك ر س	م س ج د	ك ن ت م

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা অবয়বুক্ত ৫টি শব্দ সূচনা করে আভায় শিখবে।

তাশদীদ

বাঙ্গা ভাষায় কোনো অক্ষর পাশাপাশি এক সাথে দুইবার উচ্চারণ করতে চাইলে সাধারণত সে অক্ষর বৃক্ত করে লেখা হয়। যেমন, আঞ্চাহ শব্দ। এখানে দুটি শব্দ এক সাথে বৃক্ত হয়ে থাকে। এই শব্দগুলো লক্ষ কর :

আঞ্চা – দুটি ম এক সাথে।

মঞ্চা – দুটি ক এক সাথে।

মুঞ্চী – দুটি ন এক সাথে।

আরবি ভাষায় কোনো হরফকে পাশাপাশি এক সাথে দুইবার উচ্চারণ করতে হলে এই হরফের উপর হরকতসহ বসে এক বিশেষ চিহ্ন।

চিহ্নটি হল এবুপ (﴿)। এই চিহ্নের নাম তাশদীদ। তাশদীদ দেখতে শিল হরফের মাথার মতো। তাশদীদবৃক্ত হরফ দুইবার উচ্চারিত হয়। যেমন –

আলিফ মিম যবর আম, মিম যবর মা = আঞ্চা = ۱۰۰ = م + أ

এখানে আরবি আঞ্চা শব্দের মিম এর উপর তাশদীদ।

আলিফ বা যবর আব, বা যবর বা = আবো = $\check{\text{آ}} + \check{\text{ب}} = \check{\text{آب}}$

এখানে আরবি আবো শব্দের বা এর উপর তাশদীদ।

তাশদীদযুক্ত এই চারটি শব্দ ও শেখ

ঢেল	ঢেন	মেন	ইন
গুল্ম	সৱাখ	কড়ব	চদ্দق
তফক্ত	তালুম	মৰ্জু	বেলুং

গৱিন্দিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তাশদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ সূচন করে খাতায় লিখবে।

শব্দ গঠন

বই একটি শব্দ। এতে ব + ই, দুইটি অক্ষর আছে। কলম একটি শব্দ। এতে ক + ল + ম, তিনটি অক্ষর আছে। মুক্তা একটি শব্দ। এখানে ঘ + ক + ক, তিনটি অক্ষর আছে। এমনিভাবে কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি শব্দ হয়। কোনো শব্দে অক্ষর পৃথক পৃথক থাকে। যেমন কলম। আবার কোনো শব্দে বুক্ত অক্ষর থাকে। যেমন মুক্তা।

আরবিতে এরূপভাবে কয়েকটি হরফ মিলে একটি শব্দ হয়। যেমন,

قَلْمَنْ এখানে ق + ل + م তিনটি হরফ আছে।

مَكْلِمْ এখানে م + ك + ل + م চারটি হরফ আছে।

নিচের চার্ট পড় ও লিখ

تَابَ	طَابَ	كَادَ	قَادَ	كَانَ	قَاتَ
كَرْمٌ	بَعْدٌ	حَسِيبٌ	سَيْعٌ	جَلَسَ	أَكْلَ
بَثَّ	غَشَّ	ظَلَّ	مَدَّ	أَنَّ	إِنَّ
زَقُومٌ	فَرِجٌ	بَلْغٌ	نَظَمَ	قَدَمَ	سَبَحَ
مَنَاظِرٌ	مَسَاجِدُ	مَنْظَرٌ	مَكَتبٌ	مَسْجِدٌ	مَسَاجِدُ

ব্যবহৃত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

جَلَسَ	هَجَرَ	دَرَسَ	قَتَلَ	ذَهَبَ
فَتَحَ	ضَرَبَ	نَصَرَ	خَلَقَ	طَلَبَ

মেরযুক্ত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

جِبَالٌ	خِصَالٌ	نِظامٌ	حِسَابٌ	كِتَابٌ
نِشارٌ	نِصَابٌ	خِيَالٌ	نِضَالٌ	صِيَامٌ

শেশযুক্ত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

خُلُقٌ	رُسُلٌ	سُرُورٌ	جُدُودٌ	كُتُبٌ
ثُمُّ	ثُلُثٌ	سُبُّلٌ	عُنْقٌ	صُحْفٌ

মাদের হরফ

আরবি শব্দের কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। কোনো হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়তে হয়। দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে মাদ বলে।

মাদের হরফ তিনটি। যথা— ت , و , ح ।

এই তিনটি হরফের সাথে মাদের চিহ্ন যুক্ত হয়। । (আলিফ খালি) এর ডান পাশের অক্ষরে যবর, و (ওয়াও সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে পেশ এবং ح (ইয়া সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে যের হলে মাদ করে পড়তে হয়।

ب . بُ . بَ

মাদের চিহ্ন যেমন— شَعْرٌ . سُوْعٌ . شَامَ .

কোনো আরবি হরফের ওপর এরূপ — চিহ্ন থাকলে দীর্ঘ করে টেনে অর্থাৎ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে। ح - حُ - حَ - حِ - حِّ - حِّّ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদযুক্ত ৫টি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

সূরা আল ফাতিহা (سُورَةُ الْفَاتِحَةِ)

আয়াত - ১, রুকু - ১, মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি রাকিল আলামিন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম। সিরাতাল লাযীনা আন্তামৃতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদুল্লীন।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই।
২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩. বিচার দিনের মালিক।
৪. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।
৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো।
৬. তাঁদেরই পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ।
৭. তাদের পথে না, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা আল ফালাক (سُورَةُ الْفَلَق)

আয়াত- ৫, বুকু- ১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউয়ু বিরাবিলু ফালাক। মিনু শারুরি মা খালাক। ওয়া মিনু শারুরি গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শারুরিন নাফ্ফাসাতি ফিলু উকাদ। ওয়া মিন শারুরি হাসিদিন ইয়া হাসাদু।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি উষার প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি।
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
৩. এবং আধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়।
৪. এবং অনিষ্ট হতে সকল নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

সূরা আন নাস (سُورَةُ النَّاسِ)

আয়াত- ৬, রুকু- ১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

قُلْ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ النَّاسِ ○
مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ○
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

বিস্মিলাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউয়ু বিরাবিন্ নাস। মালিকিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস। মিন শারুরিল্ ভয়াস্তওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লায়ী ইউওয়াসয়িসু ফী সুদুরিন নাস্। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে।
২. মানুষের অধিপতির কাছে।
৩. মানুষের ইলাহের কাছে।
৪. সদা পলায়মান শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে।
৫. যে (শয়তান) মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।
৬. জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা ফাতিহা, সূরা আল ফালাক, সূরা আন নাস মুখ্য করবে ও বাংলায় লিখবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) কুরআন মঙ্গিদের ভাষা কী?
- | | |
|-----------|-----------|
| ১. বাংলা | ২. হিন্দি |
| ৩. ইংরেজি | ৪. আরবি |
- খ) আরবি হরফ কয়টি?
- | | |
|---------|---------|
| ১. ২৫টি | ২. ২৯টি |
| ৩. ৩০টি | ৪. ৫০টি |
- গ) আরবিতে নুকতা ছাড়া হরফ কয়টি?
- | | |
|---------|---------|
| ১. ১২টি | ২. ১৪টি |
| ৩. ১৭টি | ৪. ১৮টি |
- ঘ) ‘যের’ চিহ্ন কোনটি?
- | | |
|------|------|
| ১. ২ | ২. ৬ |
| ৩. ৮ | ৪. ৪ |
- ঙ) হরকত কয়টি?
- | | |
|--------|--------|
| ১. ৪টি | ২. ৬টি |
| ৩. ৫টি | ৪. ৩টি |
- চ) মাদ্দের হরফ কয়টি?
- | | |
|--------|--------|
| ১. ৪টি | ২. ৬টি |
| ৩. ৫টি | ৪. ৩টি |

২. শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক. আরবি ভাষায় ----- টি অক্ষর আছে।
 খ. আরবি পড়তে হয় ----- দিক থেকে।
 গ. আরবি ----- টি হরফে কোনো নুকতা নেই।
 ঘ. স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় ----- বলে।
 ঙ. আরবি শব্দের কোন হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে ----- বলে।
 চ. তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ---, যে কুরআন মজিদ --- এবং অন্যকে তা --।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ক. আরবি বর্ণমালা কয়টি?
 খ. হরকত কাকে বলে?
 গ. নুকতা কাকে বলে?
 ঘ. তানবীন কাকে বলে?
 ঙ. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. আরবি হরফ কয়টি ও কী কী লিখ।
 খ. নুকতা কাকে বলে? নুকতাযুক্ত ৫টি হরফ লিখ।
 গ. হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি উদাহরণ দাও।
 ঘ. কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
 ঙ. জ্যম কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।
 চ. তানবীন কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।
 ছ. তাশদীদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।
 জ. শব্দ কাকে বলে ? কীভাবে শব্দ গঠন করা হয় উদাহরণ দাও।
 ঝ. সূরা আল ফাতিহা মুখস্থ বল।
 ঞ. সূরা আন নাস মুখস্থ বল।
 ট. মাদ কাকে বলে? মাদের অক্ষর কয়টি লিখ।
 ঠ. সূরা আল ফালাক মুখস্থ বল।

নবি-রাসূল (স)

আঘাত তায়ালা এ পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করতেন। মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যাদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছে, তাঁরা হলেন রাসূল। যাদের নিকট আসমানি কিতাব আসেনি তাঁরা হলেন নবি। এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। তিনিই প্রথম নবি। সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়াসল্লাম।)

মহানবি (স)

মহানবি (স) আঘাত তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালো মানুষ। তোমরা কি জান তাঁর নাম কী?

তাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবারার নাম আবদুল্লাহ। আম্বার নাম আমিনা। দাদার নাম আব্দুল মুভালিব। তোমরা আরব দেশের নাম শুনেছ? আমাদের দেশ থেকে বহু পঠিমে আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল বালু আর বালু। সেই দেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর মক্কা মুয়াজ্জমা। এখানেই অবস্থিত পবিত্র কাবাঘর। সেখানে হাজিগণ হজ করতে যান।



পবিত্র কাবাঘর

এ শহরেই ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবি রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার আমাদের প্রিয় মহানবি মুহাম্মদ (স) এর জন্ম হয়। জন্মের আগেই তাঁর আকরা ইস্তিকাল করেন। জন্মের পর আমা ছাড়াও একজন ধাত্রীমাতা তাঁকে দুধ পান করান। তিনি তাঁকে লালনপালন করেন।

তোমরা কি জান এই দুধমার নাম কি? তিনি হলেন বনু সাআদ গোত্রের হালিমা। তিনি অত্যন্ত আদরযন্ত্রের সাথে তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান। তাই হালিমা হলেন আমাদের মহানবি (স) এর দুধমা।

মহানবি (স) এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা ইস্তিকাল করেন। তখন দাদা আব্দুল মুস্তালিব তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদার ইস্তিকাল হয়ে গেলে চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সাথে তাঁকে লালনপালন করেন।

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত শিষ্ট ছিলেন। কোনোদিন কারও সাথে মারামারি করতেন না। কাউকেও গালি দিতেন না। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তিনিও সবাইকে ভালোবাসতেন। দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করতেন। সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলতেন না। কথা দিয়ে কথা রাখতেন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। তাই সবাই তাঁকে ‘আল আমীন’ বলে ডাকত। আল আমীন মানে পরম বিশ্বস্ত। তিনি সবার নিকট খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। আরব দেশে সে যুগের লোকেরা খুবই খারাপ ছিল। তারা নিজেরা মারামারি করত। চুরি-ডাকতি করত। রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের টাকাপয়সা কেড়ে নিত। গরিব-দুঃখী, ইয়াতীম ও দুর্বল মানুষকে কষ্ট দিত। এক আল্লাহকে মানত না। আল্লাহর সাথে শরিক করত। বহু দেব-দেবীর পূজা করত।

মহানবি (স) মানুষের এমন খারাপ চরিত্র দেখে খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি তাদের ভালো হতে বললেন। এক আল্লাহকে মানতে বললেন। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করলেন। দেব-দেবীর পূজা করতে বারণ করলেন। কিছু লোক তাঁর কথা মানল। তাঁরা হলেন ভালো লোক। কিন্তু দুষ্টলোকেরা তাঁর ওপর ক্ষেপে গেল। তারা তাঁর কথা মানল না। তাঁকে খুব কষ্ট দিল। কারো ওপর তিনি কোনোদিন প্রতিশোধ নেননি।

দুষ্টলোকদের নেতা ছিল আবু জাহেল। তারা আমাদের নবিজি (স)-কে মেরে ফেলার বড়যন্ত্র করল। নবিজি (স) তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় চলে গেলেন। নবিজির এই মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে বলে হিজরত। হিজরত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগ করা।

মদিনার বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন খুবই ভালো। তাঁরা মহানবির কথা মানলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন। মকার যাঁরা নবিজি (স) এর কথা মানতেন তাঁরাও মদিনায় চলে গেলেন। মদিনার লোকেরা তাঁদের সাহায্য করলেন। তাই তাঁদের বলা হয় আনসার। আনসার অর্থ সাহায্যকারী।

মক্কা থেকে যাঁরা মদিনায় চলে যান তাঁদের বলা হয় মুহাজির। মুহাজির অর্থ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগকারী।



মসজিদে নববী

মহানবি (স) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদিনায় একটি ইসলামি সমাজ কায়েম করলেন। সেখানে আর চুরি, ডাকাতি ও মারামারি থাকল না। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দুষ্টলোকগুলো পরাজিত হলো। দুর্বল ও অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিনের ওপর খুশি হলেন।

মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় ইন্তিকাল করলেন। সেদিনও ছিল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার।

মহানবি (স) এর চার ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। ছেলেরা সবাই শৈশবকালে ইন্তিকাল করলেন।

ছেলেদের নাম	মেয়েদের নাম
হ্যরত কাসিম (রা)	হ্যরত যয়নব (রা)
হ্যরত আবদুল্লাহ (রা)	হ্যরত বুকাইয়া (রা)
হ্যরত তাইয়েব (রা)	হ্যরত উম্মে কুলসুম (রা)
হ্যরত ইবরাহীম (রা)	হ্যরত ফাতিমা (রা)

আমরা মহানবি (স) এর উচ্চত। উচ্চত অর্থ অনুসারী। আমরা তাঁকেই অনুসরণ করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মুহাম্মদ (স) ও তাঁর আক্রা-আম্বার নাম সুন্দর করে খাতায় লিখবে। মহানবি (স) এর নাম পড়লে ও শুনলে যে দোয়াটি পড়তে হয় তা সুন্দর করে লিখবে।

মহানবি (স) এর নবৃত্ত শান্ত ও ইসলাম প্রচার

আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের সৃষ্টি করেন নি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমরা কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলব। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন করব। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে বিপথে চলে যায়। তিনি তাদেরকে হিদায়াত করার জন্য নবি-রাসূল পাঠান।

এক সময় আরব দেশের মানুষও এক আল্লাহকে ভুলে গেল। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে লাগল। তারা মারামারি, কাটাকাটি করত। সামান্য কারণে যুদ্ধ করত। খুন-খারাবি করত। চুরি, ডাকাতি করত। সুটতরাজ করত। সমাজে মোটেও শান্তি ছিল না। তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না।

আরব সমাজের এমনই এক খারাপ সময়ে মহানবি (স) জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠেন। একটু বয়স ও বুদ্ধি হলে সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে অন্তরে খুবই ব্যথা অনুভব করতেন। তিনি সবসময় চিন্তা করতেন, কীভাবে এ অবস্থা দূর করা যায়।

তিনি শুধু চিন্তাই করতেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজও করতেন। তিনি যখন একজন অল্প বয়সী তরুণ তখন কুরাইশরা পবিত্র কাবাঘর ভেঙে নতুন করে তৈরি করে। কিন্তু তারা সমস্যায় পড়ে কাবার দেয়ালে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বসানোর সময়। হাজরে আসওয়াদ মানে কালোপাথর। কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি

শাখা গোত্রের দাবি ছিল তারাই হাজরে আসওয়াদটি দেয়ালে বসাবে। সবাই নিজেদের দাবিতে অটল থাকে। বিষয়টি মারামারি ও খুন খারাবিতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশ্যে সকলে আল-আমীন মুহাম্মদ (স) এর ওপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেয়। মুহাম্মদ (স) একটি চাদর বিছান। নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি তার ওপর তোলেন। তারপর মুহাম্মদ (স) এর নির্দেশে প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি চাদরটির চারদিক ধরে উঁচু করে কাবার দেয়ালের কাছে নিয়ে যায়। মহানবি (স) সেখান থেকে সেটি উঠিয়ে দেয়ালে রেখে দেন। এভাবে বিরোধের সুন্দর মীমাংসা করেন।

মহানবি (স) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। অসহায় মানুষের সেবা করেছেন। একাজ অন্যদের সাথে মিলেমিশে করতেন। এ জন্য তাঁর সমবয়সী অন্যদের নিয়ে হিলফুল ফুয়ুল নামে একটি শান্তি ও সেবাসংগ গঠন করেন।

তাঁর বয়স যখন চাল্লিশ বছরের কাছাকাছি তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি জাবালে নূরের হেরাগুহায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে স্লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। তখন তিনি যে পাথর বা গাছের পাশ দিয়েই যেতেন এই পাথর বা গাছ তাঁকে সালাম করত। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেতেন না।



হেরাগুহা : যেখানে মুহাম্মদ (স) ধ্যানমগ্ন থাকতেন

অবশেষে রমজান মাসে একদিন তিনি হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁর নিকট কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাঞ্জিল করেন।

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ
إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمِ

الَّذِي عَلِمَ بِأَنْفَالِهِ
عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

উচ্চারণ : ১) ইকরা বিসমি রাবিকাল্যায়ি খালাক। ২) খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ৩) ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। ৪) আল্লায়ি আল্লামা বিল কালাম। ৫) আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম।

এটাই হলো মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর।

তিনি মানুষকে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। এক আল্লাহর প্রতি ইমান আন। তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না। দেব-দেবীর পূজা করো না। আমাকে নবি ও রাসূল হিসেবে মান। পরকালে বিশ্বাস কর। তোমাদের সকল কাজের হিসাব পরকালে দিতে হবে।

যারা রাসূলের কথামতো চলবে, পরকালে তারা জান্নাত পাবে। আর যারা রাসূলের কথামতো চলবে না, পরকালে তারা জাহানামে যাবে।

অনেক মানুষ তাঁর এই ডাকে সাড়ো দেন। ইসলাম গ্রহণ করেন। দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে দেন। তাঁরা হলেন মুমিন, মুসলিম।

আবার অনেক দুষ্টগোক তাঁর কথা মানল না। তারা তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। তবুও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর কাজ ব্যবস্থ করেন নি।

আমরা মহানবি (স) এর সকল কথা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদের সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত বাহ্যায় সুন্দর করে দিখবে।

মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদী

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন। রহমাতুল্লিল আলামীন এর অর্থ সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন “(হে নবি) আমি আপনাকে সারা জগতের জন্য রহমতরূপে পাঠিয়েছি।”

মহানবি ছিলেন পরম দয়ালু। গরিব-দুঃখী, অনাধি ও ইয়াতীমের প্রতি ছিল তাঁর খুব দরদ।

মহানবি (স) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখতে পেলেন একজন বৃন্দ মানুষ একটি বাগানে পানি দিচ্ছেন। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃন্দ লোকটির কাঁধে করে পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি পানির ভারে নুইয়ে পড়ছিলেন। বসে একটু বিশ্রাম করারও তাঁর উপায় ছিল না। কেননা, তিনি ছিলেন একজন কাজের লোক মাত্র। কাজ একটু কম করলে মালিক তাঁকে কঠিন শাস্তি দেবে।

মহানবী (স) বৃন্দ লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃন্দের হাত থেকে পাত্রটি নিজের হাতে নিলেন। তাঁর বাকি কাজটুকু নিজে করে দিলেন। তিনি বৃন্দকে বললেন, আপনি একটু বসে বিশ্রাম করুন। এরপরও যদি কোনো সময় প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমাকে ডাকবেন। আপনার কাজ করে দেব।

তিনি অপরের দুঃখে খুবই কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তার ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। নবিজি (স) এর ঘরেও রাতের খাবারের জন্য সামান্য আটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি সেই আটাটুকু প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। নবিজি (স) এর বাড়ির সকলে না খেয়ে সে রাত কাটান।

মহানবি (স) এর হাতে টাকা, পয়সা কিংবা খাদ্যখাবার আসার সাথে সাথে গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ইন্তিকালের সময় ঘরে টাকা, পয়সা এবং খাদ্যখাবার কিছুই জমা রেখে যাননি।

মহানবি (স) বলেছেন— “কাজের লোকেরা তোমাদের ভাইবোন। কখনো তাদের কষ্ট দেবে না। কাজের লোকদের অসম্মান করবে না। তোমরা যা খাবে, তা তাদেরও খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে তাদেরও তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে।”

মহানবি (স) এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিম আনাস (রা)। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর যাবত মহানবি (স) এর খিদমত করেছি। তিনি কোনো দিন আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে ধরক দেননি। বিরক্তিও প্রকাশ করলেনি। মহানবি (স) কাজের লোকের অনেক কাজ নিজে করে দিতেন। আমরাও আমাদের কাজের লোকের অনেক কাজ নিজেরা করে দেব।

অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)

আমাদের মহানবি (স) সবসময় মানুষকে সৎকাজ করতে আদেশ দিতেন। অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যত বড় নেতা বা সরদারই হোক না কেন, খারাপ কাজ করতে তিনি বারণ করতেন। তিনি বাধা দিতেন। সবসময়, সব ধরনের জুলুম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন। কুরআন মজিদে আছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না”।

একটি মজার ঘটনা শোন। ইরাশ গোত্রের এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মঙ্গায় আসে। আবু জাহেল তার কাছ থেকে উটটা কিনে নেয়। কিন্তু তার দাম নিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। লোকটি উপায় না দেখে কুরাইশদের একটি সভায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে উপস্থিত সবাইকে সে বলে, “আপনারা কেউ কি আবু জাহেলের নিকট থেকে আমার পাওনা টাকা আদায় করে দিতে পারেন? আমাকে দুর্বল পেয়ে সে আমার পাওনা দিতে গতিরসি করছে।”

তখন মসজিদের এক পাশে মহানবি (স) বসে ছিলেন। সভায় উপস্থিত কুরাইশগণ মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলল, ঐ যে লোকটা বসে আছে তার কাছে গিয়ে বল। আসলে তারা কথাটি বলেছিল তামাশা করার জন্য। আবু জাহেল ও মহানবি (স) এর মধ্যকার শত্রুতার কথা তাদের জানা ছিল। কারণ, সে ছিল একজন খুব খারাপ মানুষ।

উট বিক্রেতা মহানবি (স) এর কাছে গিয়ে হাজির হলো। তাঁকে বললেন, আবু জাহেল আমার পাওনা টাকা দিতে টালবাহানা করছে। আমি মঙ্গার বাইরে থেকে আসা একজন মানুষ। আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন।

মহানবি (স) বললেন, আমার সঙ্গে এসো। এই বলে তিনি তাকে সাথে নিয়ে চললেন। আবু জাহেলের বাড়ির দরজায় গিয়ে ঠকঠক করে আওয়াজ করলেন।

আবু জাহেল ভেতর থেকে বলল, কে? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ। একটু বেরিয়ে এসো। সে তখনই বেরিয়ে এলো। তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। মহানবি (স) তাকে বললেন, এই ব্যক্তিকে তার পাওনা দিয়ে দাও। সে বলল, আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর। তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে বাড়ির ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে উট বিক্রেতাকে তার পাওনা দিয়ে দিল।

মহানবি (স) ফিরে এলেন। উট বিক্রেতা কুরাইশদের সেই সভায় গিয়ে বলল, আল্লাহ মুহাম্মদকে উত্তম পূরক্ষার দিন। তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবুজাহেল সেখানে উপস্থিত হলে সবাই তাঁকে বলল, কি ব্যাপার, তোমার কী হয়েছে? আজ তুমি যে কাউ করেছ, এমন তো আর কখনো করতে দেখি নি?

আবুজাহেল বলল, এটা সত্য যে, মুহাম্মদ আমার দরজার কড়া নাড়া ছাড়া আর কিছু করে নি। আমি শুধু তার শব্দটা শুনেই ভয় পেয়ে যাই। বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাথার ওপর তয়ৎকর আকারের একটি উট। তার মতো চুট, ঘাঢ় ও দাঁত বিশিষ্ট কোনো উট আমি আর কখনো দেখি নি। আল্লাহর কসম! পাওনা দিতে অঙ্গীকার করলে সেটি নিশ্চিত আমাকে মেরে ফেলত।

আবুজাহেল ছিল খুব বদমেজাজি। ভীষণ অত্যাচারী, তার সামনে হক কথা বলার মতো কারো সাহস ছিল না। তবে আমাদের মহানবি ছিলেন মজলুমের পরম বন্ধু। জালিমের জন্য ছিলেন ভীষণ কঠোর। তাই আবুজাহেলকে মোটেই পরোয়া করেন নি। সত্য পথের পথিক যারা, তারা এমনই হন।

মহানবি (স) বলেছেন, “সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো জালিমের সামনে সত্য কথা বলা।”

কয়েকজন নবির নাম

হ্যরত আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন এ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নবি। তিনি সব মানুষের আদি পিতা। সকল মানুষ তাঁর সন্তান। আরও অনেক নবি ও রাসুল এ পৃথিবীতে এসেছেন।

হ্যরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তিনি নবি রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে এ পৃথিবীতে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। তাঁর পূর্বে অনেক নবি-রাসুল এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছে আসমানি কিতাব এসেছিল। সেই সকল নবি-রাসুলগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন –

হ্যরত নৃহ (আলাইহিস সালাম), হ্যরত ইবরাহীম (আ), হ্যরত ইসমাইল (আ), হ্যরত সুলায়মান (আ), হ্যরত ইয়াহইয়া (আ), হ্যরত ইউসুফ (আ)।

তাঁরা সকলে যে নবি ছিলেন, তা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর তায়ালার প্রিয় বাস্তা। তাঁরা সকলেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহর কথামতো চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে। আখিরাতেও শান্তি পাবে। জাল্লাতে যাবে। জাল্লাতে কেবল সুখ আর সুখ।

আল্লাহর কথামতো না চললে দুনিয়াতে কষ্ট পাবে। আধিরাতেও কষ্ট পাবে। জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

আমরা সবাই জানাতে যেতে চাই।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) পৃথিবীর প্রথম নবি কে ছিলেন?

- | | |
|------------|-------------|
| ১. ইসা (আ) | ২. মূসা (আ) |
| ৩. নূহ (আ) | ৪. আদম (আ) |

খ) মহানবি (স) এর দাদার নাম কী?

- | | |
|-------------------|----------|
| ১. আবু তালিব | ২. হাশিম |
| ৩. আব্দুল মুভালিব | ৪. হামজা |

গ) মহানবি (স) কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|-----------|----------|
| ১. তামীম | ২. কিলাব |
| ৩. কুরাইশ | ৪. আওস |

ঘ) আনসার অর্থ কী?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ১. দেশ ত্যাগকারী | ২. ভীতি প্রদর্শনকারী |
| ৩. সাহায্যকারী | ৪. অত্যাচারী |

ঙ) হাজরে আসওয়াদ মানে কী?

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. সাদা পাথর | ২. লাল ইট |
| ৩. সবুজ পাথর | ৪. কালো পাথর |

- চ) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবি (স) এর নিকট কুরআন মজিদের কয়টি আয়াত নাজিল হয়?
১. ৪টি
 ২. ৬টি
 ৩. ৫টি
 ৪. ১০টি।
- ছ) ‘রহমাতুললিল আলামীন’ অর্থ কী?
১. সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া
 ২. সারা জগতের জন্য উপকার
 ৩. সারা জগতের জন্য আনন্দ
 ৪. সারা জগতের জন্য উৎসব
- জ) মহানবি (স) একজন বৃদ্ধ লোকের কাজ করে দেন সেই লোকটি কী কাজ করছিলেন?
১. উট চরাছিলেন
 ২. গরুকে খাবার খাওয়াছিলেন
 ৩. বাগানে পানি দিছিলেন
 ৪. বোঝা মাথায় করে নিছিলেন।
- ঝ) মহানবি (স) কোনদিন আমার কোন কাজের জন্য আমাকে ধরক দেননি—এ কথাটি কে বলেছেন?
১. আনাস (রা)
 ২. আবু বকর (রা)
 ৩. আলী (রা)
 ৪. তালহা (রা)
- ঝ) উটের দাম দিতে কে টালবাহানা করছিল?
১. আবু লাহাব
 ২. আবু সুফিয়ান
 ৩. আবু জাহেল
 ৪. হারিছ
- ট) কার সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ?
১. মিথ্যাবাদীর সামনে
 ২. চোর-ডাকাতের সামনে
 ৩. নিষ্ঠুকের সামনে
 ৪. জালিমের সামনে
- ঠ) কোথায় কেবল সুখ আর সুখ?
১. জান্নাতে
 ২. জাহান্নামে
 ৩. বারজাখে
 ৪. হাশরে

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

তোমরা ----- দেশের নাম শুনেছ ? আমাদের দেশ থেকে বহু -----
 আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল -----। সেই দেশের একটি
 প্রসিদ্ধ শহর -----। এখানে অবস্থিত পবিত্র -----। যেখানে হাজিগণ -
 ----- করতে যান।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ক. নবি-রাসূলগণকে কে পাঠিয়েছেন ?
- খ. এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে ?
- গ. সর্বশেষ নবি ও রাসূল কে ?
- ঘ. আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ কে ?
- ঙ. আমাদের মহানবি (স) এর নাম কী ?
- চ. আমাদের মহানবি (স) কত সনে, কোন মাসের কত তারিখ জন্মগ্রহণ করেন ?
- ছ. আমাদের মহানবি (স) এর আবু ও আম্বার নাম কী ?
- জ. আমাদের মহানবি (স) এর দুধমার নাম কী ?
- ঝ. আল-আমীন মানে কী ?
- ঝঃ. নবিজি (স) এর মুক্তা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে কী বলে ?
- ট. হিজরত অর্থ কী ?
- ঠ. আনসার অর্থ কী ?
- ড. মহানবি (স) কত সনে এবং কোন মাসের কত তারিখ ইস্তিকাল করেন ?
- ঢ. মহানবি (স) এর কতজন ছেলে ও কতজন মেয়ে ছিল ?

- ণ. মহানবি (স) একটি শান্তি ও সেবাসংঘ গঠন করেন, সেটির নাম কী?
- ত. মহানবি (স) যে গুহায় নবুয়ত লাভ করেন, সেই গুহাটির নাম কী?
- থ. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?
- দ. মহানবি (স) এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিমের নাম কী?
- ধ. নবি-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
- ন. এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মকায় আসে, সে কোন গোত্রের?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. ছেটবেলায় মহানবি (স) এর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?
- খ. মহানবি (স) এর জন্মের সময় আরব দেশের লোকেরা কেমন ছিল?
- গ. মহানবি (স) হাজরে আসওয়াদ কাবার দেয়ালে কীভাবে স্থাপন করেন?
- ঘ. আবু জাহেলের নিকট থেকে উটের দাম আদায়ের কাহিনীটি লিখ।
- ঙ. পাঁচজন নবি-রাসূলের নাম লিখ।

নাতে রাসুল

গোলাম মোস্তফা

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
 ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা
 ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা
 সালাম্যা তুম্বাহে আলাইকা ॥

তুমি যে নূরের রবি
 নিখিলের ধ্যানের ছবি
 তুমি না এলে দুনিয়ায়
 আধারে ভূবিত সবই ॥

চাঁদ সুরুজ আকাশে আসে
 সে আলোয় হৃদয় না হাসে
 এলে তাই হে নব রবি
 মানবের মনের আকাশে ॥

তোমারই নূরের আলোকে
 জাগরণ এলো ভূলোকে
 গাহিয়া উঠিল বৃশবুল
 হাসিল কুসুম পুলকে ॥

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩ - ইসলাম



শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর

- আল কুরআন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য